ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-252 ■ 22 June, 2025 ■ আগরতলা ২২ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৭ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস

বিশ্বকে একত্র করেছে যোগ ঃ প্রধানমন্ত্রী

বিশাখাপত্তনম, ২১ জুন ।। জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের প্রস্তাবে ১৭৫টি দেশ ভারতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সে-কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোটা বিশ্বকে একত্র করেছে।

আজ বিশাখাপত্তনমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ১১তম বর্ষ উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমুদ্রতটবর্তী এই শহর থেকে তিনি জাতীয়ভাবে যোগ দিবস উদযাপনের নেতৃত্ব দেন এবং "কমন যোগ প্রোটোকল" সেশনে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের সঙ্গে।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশ ও বিশ্বের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই বছর আমরা ১১তম বার ২১ জুনে একসঙ্গে যোগ পালন করছি, এটি খুবই গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, যোগের মর্ম হল 'একতা', আর সেই একতাই আজ গোটা বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধেছে।

প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের প্রস্তাব যখন ভারত জাতিসংঘে তোলেছিল, তখন ১৭৫টি দেশ এর সমর্থনে এগিয়ে আসে। এটা ছিল বৈশ্বিক ঐক্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, "আজ থেকে ১১ বছর আগে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ কোটি কোটি মানুষের জীবনযাপনের অংশ হয়ে উঠেছে।"

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, দৃষ্টিহীনরা ব্রেইলে যোগ গ্রন্থ পাঠ করছে, মহাকাশেও বিজ্ঞানীরা যোগাচর্চা করছেন এবং গ্রামীণ যুবকেরা যোগ অলিম্পিয়াডে অংশ নিচ্ছেন। তিনি বলেন, সিডনি অপেরা হাউসের সিঁড়ি হোক বা মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া কিংবা মহাসাগরের তীরসব জায়গা থেকে একই বার্তা শোনা যাচ্ছে, যোগ সকলের জন্য, সীমানার বাইরে, পটভূমির বাইরে, বয়স বা সক্ষমতার বাইরে।

বিশাখাপত্তনম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শহর প্রকৃতি ও উন্নয়নের মিলনস্থল। তিনি অনুষ্ঠানের সুশৃঙ্খল আয়োজনে জনগণকে অভিনন্দন জানান এবং মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ও উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণকে নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী জানান, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার 'যোগন্ধ্র অভিযান' নামে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী আজ নারা লোকেশ-এর প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে যোগ একটি সামাজিক উৎসব হয়ে উঠতে পারে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে তাঁর অঙ্গীকার অত্যন্ত অনুকরণীয়।" প্রধানমন্ত্রী জানান, ২ কোটিরও বেশি মানুষ এই অভিযানে যুক্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, "জনসাধারণের এই অংশগ্রহণই বিকশিত ভারতের ভিত্তি।

এই বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য'-এর তাৎপর্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানব সুস্থতা নির্ভর করে মাটি, নদী, প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্যর উপর। যোগ আমাদের এই আন্তঃ সম্পর্ককে বোঝায় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিকে পরিচালিত করে। তাঁর কথায়, যোগ আমাদের শেখায় আমরা একা নই, আমরা প্রকৃতির অংশ। নিজের সুস্থতা থেকে শুরু করে সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণ পর্যন্তএই রূপান্তরের পথই যোগ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের শেখায়'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'। যখন ব্যক্তি স্বার্থ ছেড়ে সমাজের কল্যাণে ভাবতে শেখে, তখনই মানবতার মঙ্গল সম্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও মানসিক চাপের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, যোগ এমন এক পজ বোতাম যা মানবজাতিকে আবার সঠিক ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। তাঁর আবেদন, এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হোক 'মানবতার জন্য যোগ ২.০'-এর সূচনা, যেখানে অভ্যন্তরীণ শান্তিই হবে বৈশ্বিক নীতির ভিত্তি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এইমস সহ ভারতের শীর্ষ মেডিকেল প্রতিষ্ঠানগুলো যোগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় গবেষণা করছে। তিনি বলেন, যোগ হৃদরোগ, স্নায়ুবিক সমস্যা, নারীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুদীপের উপস্থিতে মাতাবাড়িতে কংগ্রেসের যোগদান সভায় হামলা

উত্তেজনা, পুলিশের লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জুন।। মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের শান্তিপূর্ন যোগদান সভা চলছিল। ওই সভাতে সুদীপ রায় বর্মণ ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভা চলাকালীন আচমকাই বিজেপি কর্মীদের মিছিল শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে মাতাবাড়ির দাতারামে কংগ্রেসের সভায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ভাষণ ছেড়ে তেড়ে যান কংগ্রেস বিধায়ক।

এদিকে, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিরাপত্তা রক্ষীরা বিজেপি কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করেন। ফলে, তাঁরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

আজ পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের দাতারাম বাজার সংলগ্ন এলাকায় কংগ্রেসের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস বিধায়ক ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সুদীপ রায় বর্মন।

ওই সভায় বিজেপির সরকারকে নিশানা করে ব্যক্তব্য রেখেছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এদিনের সভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, সাধারণ মানুষ কিন্তু বিজেপি সরকারের সাথে আর নেই। তাইতো বিজেপির নেতা কর্মীরা হিংসার রাস্তা নিয়েছেন বিরোধীদের জব্দ করার জন্য। মানুষ সব দেখছে। ঠিক সময়ে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

সভা চলাকালীন আচমকাই ওই মাতাবাড়ি চত্বরে বিজেপি কর্মীদের মিছিল শুরু হয়। মুহুর্তের মধ্যে বিজেপি কর্মীরা কংগ্রেসের সভায় প্রবেশ করেন। তাতেই গোটা মাতাবাড়ি চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ভাষণ ছেড়ে তেড়ে যান কংগ্রেস বিধায়ক।

কংগ্রেসের সভাকে ঘিরে আগে থেকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেনাক্যাপাভির ইনজেকশনের অনুমোদন দিল এফডিএ

এইচআইভি প্রতিরোধে যুগান্তকারী অগ্রগতি

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ।। এইচআইভি প্রতিরোধে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জিত হল। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) লেনাক্যাপাভির ইনজেকশনের অনুমোদন দিয়েছে। তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র পক্ষ থেকে উষ্ণ স্বাগত পেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ২০২৪ সালে প্রকাশিত পারপাস ১ এবং পারপাস ২ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আশাব্যঞ্জক ফলাফলের পর এসেছে। ওই গবেষণাগুলিতে লেনাক্যাপাভির বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ ও কার্যকর প্রতিপন্ন হয়েছে। বছরে মাত্র দুইবার ইনজেকশন দিলেই এটি দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করবে। তাতে এইচআইভি প্রতিরোধে বর্তমান বিকল্পগুলির তালিকায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বর্তমানে ডব্লিউএইচও যে পদ্ধতিগুলি সুপারিশ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে মৌখিক ঞ্চঙ্কঞ্চ, ডাপিভিরিন ভ্যাজিনাল রিং এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্যাবোটেগ্রাভির ইনজেকশন(ঞ্চঙ্ক-জ্রঙ)। লেনাক্যাপাভির-এর গোপনীয় ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা এইচআইভি প্রতিরোধে যেসব বাধা থাকেযেমন, প্রতিদিন ওষুধ গ্রহণ, ঘন ঘন ক্লিনিকে যাওয়ার প্রয়োজন এবং সামাজিক কুপ্রথাতা অতিক্রম করতে সহায়ক হতে পারে।

ডব্লিউএইচও-র গ্লোবাল এইচআইভি, হেপাটাইটিস ও যৌনরোগ কর্মসূচির পরিচালক ডঃ মেগ ডোহার্টি বলেন, এই নিয়ন্ত্রক অনুমোদন আমাদেরকে একটি উদ্ভাবনী এইচআইভি প্রতিরোধ পদ্ধতির দিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ডব্লিউএইচও এখন গাইডলাইন তৈরি, প্রাক-মান্যতা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় দেশগুলিকে সহায়তা করছে। আমরা চাই দ্রুত, নিরাপদ ও সমভাবে প্রয়োজনীয় জনগোষ্ঠীর কাছে লেনাক্যাপাভির পৌঁছে যাক।

আগামী ১৪ জুলাই কিগালিতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলনে লেনাক্যাপাভির ইনজেকশন সংক্রান্ত ডব্লিউএইচও-র গাইডলাইন প্রকাশিত হবে। এফডিএ-র এই অনুমোদন ডব্লিউএইচও-র প্রাক-মান্যতা প্রক্রিয়াকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজেকে নিজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সর্বোচ্চ পথ যোগব্যায়াম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। সমগ্র বিশ্বে আজ পালিত হলো ১১তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। রাজ্যেও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং রাজ্য আয়ুষ মিশনের সহযোগিতায় উদযাপন করা হয় যোগা দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের প্রদর্শনী হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ সকল অতিথিগণ, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীগণ যোগব্যায়ামে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে যোগা দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, যোগব্যায়াম ভারতবর্ষের সভ্যতার এক অভিন্ন অংশ। প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের সৃষ্ট এই যোগব্যায়াম আজও মানব জীবনকে সুস্থ সুন্দর, ইতিবাচক মানসিকতায় গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সমগ্র বিশ্বে যোগা দিবস পালন করার প্রস্তাব রাখেন। সে সময় ১৭৭টি দেশ এই প্রস্তাবকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার অনবদ্য মাধ্যম যোগাসন ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। যোগাসন আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার এক অনবদ্য মাধ্যম। আজ নীরমহলে ১১ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে উদযাপিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা।

এদিন তিনি বলেন, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় গোটা দেশের সাথে সৌদি আরবেও যোগ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। যেখামে ধর্ম আলাদা থাকা সত্ত্বেও যোগ দিবস পালন করা হয়। তাছাড়া, মিজোরামে খ্রিস্টান ধর্মাম্বলীর লোক বসবাস করেন। তারপরও মিজোরামে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যোগা দিবস পালন করা হয়। আসলে যোগাকে ধর্মের মধ্যে বেঁধে রাখা যায়না। এদিন তিনি আরও বলেন, যোগাসন আমাদের মন ও স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখে। প্রত্যেকে মন ও স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে যোগাসন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯ লাখের ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আবারো নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্যর খাতায় নাম উঠলো ঊনকোটি জেলার পেচারতল থানার পুলিশ। শনিবার এএস০১এলসি১৪১২ একটি গাড়ি গৌহাটি থেকে আসা আগরতলাগামী সিমা নাইট সুপার থেকে প্রায় ১৮০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ থানার সামনে থেকে। যার বাজার মূল্য ৯ লক্ষ টাকার অধিক। গাড়ির ভেতরে অভিনব কায়দায় নেশা পাচারের রাস্তা অবলম্বন করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশিস দাস হত্যাকান্ডে উত্তপ্ত কমলপুর গাড়িতে আগুন, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ জুন।। কমলপুরের ছোটসুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামে আশিস দাস হত্যাকান্ডে পর থেকে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ছোটসুরমা সহ মরাছড়া বিভিন্ন এলাকা। ওই ঘটনার উত্তেজিত জনতা আর কে আই ইট ভাটার ৫টি গাড়ি সহ একটি পরিত্যাক্ত বাঁশের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই গ্রাম গুলিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুন ছোটসুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামের বাসিন্দা আশিস দাস (৩৭) হত্যা কান্ডের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগাভ্যাসেই মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আজ ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সিপাহিজলা জেলার নীরমহলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছেন, মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে যোগাভ্যাসে অংশ নিতে হবে।

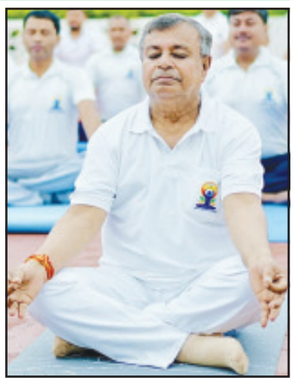

মন্ত্রী বলেন, "বিশ্বে বর্তমানে ১৯৫টি দেশ রয়েছে এবং ওই দেশগুলির মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩। আজ সারা বিশ্বেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতিসংঘে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই প্রস্তাবটি জাতিসংঘে উত্থাপন করা হয় এবং ১৭৭টি দেশের সমর্থন পায়। সেই থেকেই এই দিনটি উদযাপিত হয়ে আসছে।"

মন্ত্রী জানান, প্রতি বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের একটি নির্দিষ্ট থিম থাকে। এই বছরের থিম — 'ওয়ান আর্থ, ওয়ান হেলথ' অর্থাৎ এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য। বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যারা পৃথিবী নিয়ে ভাবনা চিন্তায় মোদীজির সঙ্গে তুলনীয়। তিনি বলেন, 'ওয়ান আর্থ, ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান ফিউচার'। প্রাচীন কালে গৌতম বুদ্ধ যোগাভ্যাস করতেন, আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ। এখনকার যান্ত্রিক জীবনে আমাদের মানসিক স্থিরতা ও শারীরিক সুস্থতার জন্য যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে পঞ্চায়েতে তালা, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। গ্রাম প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল জনতা। পরবর্তী সময়ে সড়ক অবরোধে বসলো ক্ষুব্ধ জনতা। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাইগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, গত কিছুদিন পূর্বে মাইগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের কাজে গাফিলতির অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্যরা। কিন্তু তারপরেও প্রধানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের ব্যাবস্থা গ্রহণ না হওয়ায় শনিবার এলাকার জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষভে শামিল হয়। তৎসঙ্গে, তেলিয়ামুড়া উত্তর মহারানীপুর সড়ক অবরোধে শামিল হয় এবং বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। যাতে করে এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ কায়েম হয়। পরবর্তীতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণবন্টনে ডাল সরবরাহে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ

ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ত্রিপুরায় গণ বর্ণ্টনের ডাল সরবরাহে বড়সড় দুর্নীতি ।অভিযুক্ত মহাবীর ডাল মিলস প্রাইভেট লিমিটেড। ত্রিপুরা রাজ্যের গণবর্ণ্টনের ডাল সরবরাহে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য সরকারের টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থা মহাবীর ডাল মিলস প্রাইভেট লিমিটেড—এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ৩০ কেজির বস্তায় কম ওজনের ডাল সরবরাহ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ি ফুড গোডাউনে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এনএল০১কিউ০১০৯ নম্বরের একটি ট্রাকে করে গণবণ্টনের জন্য ডাল আসে চুরাইবাড়ি ফুড গোডাউনে। গোডাউনের লেবাররা বস্তাগুলি আনলোড করার সময় সন্দেহ হলে ওজন করে দেখা যায়, ৩০ কেজির প্রতিটি বস্তার পরিবর্তে কিছু বস্তায় রয়েছে মাত্র ২৫ থেকে ২৬ কেজি ডাল।

লেবার সর্দার বিব্রত দেব জানান, এত বড় পরিমাণে কম ওজনের ডালের বস্তা এর আগে কখনো দেখেননি। তাঁর দাবি, ডালের বস্তাগুলি এসেছে জিরানিয়া থেকে, যা কদমতলা ব্লক এলাকার ৩৩টি রেশন দোকান ও আইসিডিএস কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাঁর ভাষায়, "গাড়িতে থাকা ৮৩৪টি বস্তার মধ্যে প্রায় ৩০ কুইন্টাল ডাল কম রয়েছে। এমনকি কিছু বস্তা খোলার পরে আবার নতুন করে সেলাই করার চিহ্নও দেখা গেছে।"গাড়ি চালকের বক্তব্য গাড়ির চালক চিরঞ্জিত সরকার বলেন, "মহাবীর ডাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে পড়ুয়াদের অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে সোনামুড়া নবদ্বীপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। তার মধ্যে বিষয় শিক্ষকদের অন্যান্য স্কুলে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ সোনামুড়া --- বক্সনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও বিদ্যালয় পরির্দশক।

ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ, একে শিক্ষক স্বল্পতা, তার ওপর বিষয় শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে রয়েছে বিদ্যুতের সমস্যা, খেলার সামগ্রী ও মাঠের অভাব, বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এখনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২২ জুন, ২০২৫ ইং
৭ আষাঢ়, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

যোগা দিবস সুস্বাস্থ্যের প্রতীক

যোগব্যায়াম কেবল শারীরিক নয়, মানসিক সমস্যাও কাটাইয়া উঠিতে সাহায্য করে। প্রতি বছর ২১শে জুন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। এই বছর বিশ্ব তার ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করিয়াছে। এই বিশেষ দিনটি প্রতি বছর মানুষের মধ্যে যোগব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য পালিত হয়। যোগ দিবসের দিনে বিভিন্ন স্থানে যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয় যাহাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই দিনে যোগব্যায়ামের অংশ হইতে পারে। যোগব্যায়াম একজন ব্যক্তিকে কেবল শারীরিক নয়, মানসিক সমস্যাও কাটাইয়া উঠিতে সাহায্য করে।২০১৫ সালে দেশে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হইয়াছিল, যাহি প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাহার বক্তৃতার সময় প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবটি ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হইয়াছিল এবং ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে বাছিয়া নেওয়া হইয়াছিল। যোগব্যায়ামের সাহায্যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। ২১শে জুন হইল বছরের দীর্ঘতম দিন। যাহা গ্রীষ্মকালীন অয়নকাল নামেও পরিচিত। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য একটি নতুন থিম রাখা হয়। এই বছরও প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগ রবিবারের মন কি বাত অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের যোগ দিবসের থিম ঘোষণা করিয়াছিলেন। যেখানে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এই বছর প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগ দিবসের থিম ''এক পৃথিবীর জন্য যোগ, এক স্বাস্থ্য'' রাখিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল পৃথিবী যেমন এক, তেমনি আমাদের স্বাস্থ্যও একই, যাহা আমাদের সুস্থ রাখিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস প্রতি বছর ২১শে জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। এই দিনটি যোগের প্রাচীন ভারতীয় অনুশীলন, যা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতার প্রচার করিয়া, তাহার প্রতি উৎসর্গীকৃত।২০১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় ২১শে জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে ঘোষণা করিবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবটি ১৭৭টি সদস্য রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং ২০১৫ সালের ২১শে জুন প্রথম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস বিশ্বজুড়িয়া পালিত হয়। ২১শে জুন দিনটি বাছিয়া নেওয়ার কারণ হইল, এটি উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন, যাহাকে গ্রীষ্মকালীন অয়নকাল বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে, কারণ এটি দক্ষিণায়নের সূচনা করে এবং বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনেই ''আদিযোগী'' ভগবান শিব মানবজাতিকে যোগবিদ্যার জ্ঞান প্রদান করা শুরু করিয়াছিলেন।আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো যোগ অনুশীলনের বহুবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা। যোগব্যায়াম কেবল একটি শারীরিক অনুশীলন নয়, এটি মন, শরীর, চিন্তা ও কর্মের এক আত্মিক সংযোগ। এর মাধ্যমে মানুষ শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য অর্জন করিতে পারে, মানসিক চাপ কমাইতে পারে, শরীরকে নমনীয় করিয়া তুলিতে পারে এবং সামগ্রিক সুস্থতা লাভ করিতে পারে। এটি আত্মজ্ঞান, শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক শান্তি আনিয়া দেয়। যোগ দেশ ও বিদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রচারেও সহায়ক। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস বিশ্বজুড়িয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই দিনটিতে বিভিন্ন স্থানে যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগ অনুশীলনে অংশ নেয়। সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সহ বিভিন্ন দেশের নেতারাও এই দিনে যোগাভ্যাসে অংশ নিয়া থাকেন।২০২৫ সালের থিম:২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম হইলো 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য'। এই থিমটি বিশ্বকে যোগের মাধ্যমে সুস্থ করিয়া তুলিবার এবং সামগ্রিক সুস্থতা অর্জনের উপর জোর দেয়। এটি প্রমাণ করে যে যোগ কেবল ব্যক্তিগত সুস্থতার জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের স্বাস্থ্য ও শান্তির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

অম্বুবাচী উৎসব সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য যা আজও জাগায় শিহরণ

ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমির বিভিন্ন স্থানে ৫১ টি শক্তিপীঠ অবস্থিত, যাদের দর্শন ও আরাধনায় বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণ করে। এরকম একটি শক্তিপীঠ আছে যাকে বলা হয় মহাশক্তিপীঠ, কামাখ্যা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরটি আসাম রাজ্যের গুয়াহাটিতে একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত। এই মন্দিরটি অন্যান্য শক্তিপীঠ থেকে একটু আলাদা কারণ এই স্থানটি তন্ত্র সাধনার জন্যও খুব বিখ্যাত। এই মন্দিরে দেবীর কোনও মূর্তি নেই, মা সতীর যোনি অংশ এখানে পতিত হয়েছিল, তাই এখানে দেবীর যোনি অংশই পূজিত হয়, যা পাথরের আকারে বিরাজমান। এখানে নীল-পাথরযুক্ত যোনি রূপে মা কামাখ্যা আসলে থাকেন। যারা এই শিলাকে উপাসনা করে, দর্শন করে এবং স্পর্শ করে তারা দেবী ভগবতীর সঙ্গ লাভ করে দৈব কৃপা ও মোক্ষ লাভ করে। এই শক্তিপীঠে মাতৃ দেবী ৬৪ জন যোগিনী ও দশ মহাবিদ্যার সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন। ভুবনেশ্বরী, বগালা, ছিন্ন মস্তিকা, কালী, তারা, মাতঙ্গী, কমলা, সরস্বতী, ধূমাবতী এবং ভৈরবী এক জায়গায় উপস্থিত। যদিও সমস্ত শক্তিপীঠের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে, তবে অন্য সকলের মধ্যে কামাখ্যা শক্তিপীঠকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। কালিকা পুরাণ অনুসারে, এই স্থানে কামদেব যিনি শিবের ত্রিনেত্র দ্বারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি তার পূর্বের রূপ ফিরে পাওয়ার বর পেয়েছিলেন।

অম্বুবাচী উৎসব কী: অম্বুবাচী শব্দটি অম্বু এবং বাচী এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে অম্বু অর্থ জল এবং বাচী অর্থ প্রস্ফুটিত। এই শব্দটি নারীর শক্তি এবং তাদের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। প্রতি বছর জুন মাসে মা কামাখ্যা ঋতুমতী হলে এই মেলা বসে। অম্বুবাচী যোগ উৎসবের সময় মা ভগবতীর গর্ভগৃহের দরজা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার দর্শনও নিষিদ্ধ থাকে এই সময়। তিন দিন পর মা ভগবতীর ঋতুস্রাব শেষে বিশেষ পুজো-অর্চনা করা হয়। চতুর্থ দিনে, ব্রহ্ম মুহূর্তের সময়, দেবীকে স্নান করানো এবং সাজানোর পরেই মন্দিরটি ভক্তদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে কামেশ্বরী দেবী এবং কামেশ্বর শিব দর্শন করেন এবং তারপরে মহামুদ্রা দর্শন করেন। দেবীর যোনিমুদ্রা পীঠ দশ ধাপ নিচে একটি গুহায় অবস্থিত যেখানে সর্বদা অনন্ত প্রদীপ জ্বলে। এখানে পৌঁছানোর জন্য একটি পৃথক পথ রয়েছে, এখানে প্রসাদ হিসাবে ভক্তদের একটি ভেজা কাপড় দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় অম্বুবাচী বস্ত্র। কথিত আছে যে, দেবীর ঋতুস্রাবের আগে গর্ভগৃহে অবস্থিত মহামুদ্রার চারপাশে সাদা কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়, তিন দিন পর মন্দিরের দরজা খুললে মায়ের রক্তে এই কাপড়গুলো রঙ্গিন হয়ে যায়। পরে এই কাপড় প্রসাদ হিসেবে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কথিত আছে, এই বস্ত্র ভক্তের সব মনোবাঞ্ছা পূরণ এ সময় ব্রহ্মপুত্র নদের জল তিন দিন লাল হয়ে যায়। অম্বুবাচী উৎসব ছাড়াও কামাখ্যায় আরও দুটি উৎসব পালিত হয়, যার মধ্যে একটি হল দেবধ্বনি যাকে দেউধাবি বলা হয়, যেখানে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য

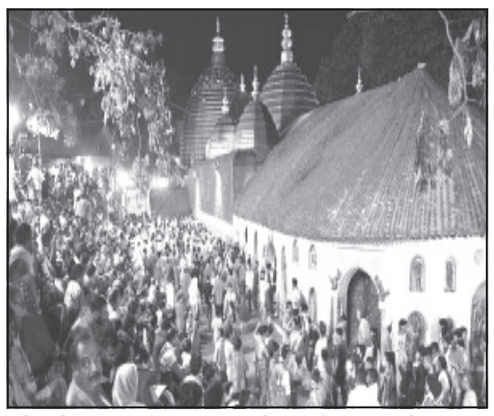

পরিবেশিত হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে পুষ্য নক্ষত্রে পুষ্যাভিষেক উৎসব পালিত হয় যেখানে কামেশ্বর মন্দিরে কামেশ্বরের চলনশীল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় দিন ভগবতীর পঞ্চরত্ন মন্দিরে উভয় প্রতিমার হর-গৌরী বিবাহ উৎসব পালিত হয়। মহাকুম্ভ নামের এই মেলার সময় তান্ত্রিক শক্তিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে শত শত তান্ত্রিক তাদের নির্জনতা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের শক্তি প্রদর্শন করে।

সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী

অসীম সুর চৌধুরী

১৯০২ সালের জুন মাসের ঘটনা। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসে তৃতীয় শ্রেণির টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসাবে কাজ করতে এলেন ২৩ বছরের এক ইহুদি তরুন। অফিসে - তাঁর পদটা ছিল নিম্ন কেরানির। কাজ শেষ করার পর অফিসে একটু অবসর পেলেই তিনি কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসতেন। তাঁর এই নিজস্ব গবেষণায় লেখার সাথে সাথে থাকতো দুর্বদ্ধ অঙ্কের সমীকরন। এর পাশাপাশি পেটেন্ট অফিসের কাজেও তিনি দক্ষ হয়ে উঠলেন। অফিসে নতুন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখতে দেখতে অভিজ্ঞ পরীক্ষক হিসেবে নাম করে ফেললেন তিনি। পরের বছর বিয়ে করলেন গু তাঁর সহপাঠী বান্ধবীকে। তার পরের বছর প্রথম পুত্রের জন্ম হল। সেই অখ্যাত কেরানির গবেষণা কিন্তু থামলো না। অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাকে কোলে বসিয়ে কাগজ-পেনসিল নিয়ে - গণনা করতে থাকেন। ছোট বাচ্চার চিৎকারের মধ্যেও গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করে - যেতেন তিনি। ১৯০৫ সালে তাঁর গবেষণাগুলো দিনের আলো দেখে। ঐ বছর তাঁর একটি দুটি নয়, চার চারটি মহা মূল্যবান মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া আর একটা ছোট গবেষণা পত্রের জন্য তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভকরেছিলেন। ঐ চারটে প্রবন্ধের মধ্যে একটার জন্য পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। বাকি তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে অন্ততঃ দুটিতে তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্য ছিল, তেমনই মত পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের। ঐ অখ্যাত কেরানির প্রবন্ধগুলো রাতারাতি পদার্থ বিজ্ঞানের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং তিনি - হয়ে ওঠেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী। পৃথিবী বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন জন্ম জার্মানির ছোট্ট শহর উলমে, ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ। সাধারনতঃ প্রতিভাবানদের প্রতিভার উন্মেস ছোটবেলা থেকেই ঘটে কিন্তু আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে, ''সকাল দেখলে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে'' - এই প্রবাদটা সত্য নয়। তাঁর মা ভীষণ চিন্তিত ছিলেন এই ভেবে যে মাথামোটা ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কি না। আইনস্টাইনের স্কুলজীবন শুরু হলো মিউনিখে বাড়ির কাছের স্কুলে। তিনি ছিলেন ক্লাসের একমাত্র ইহুদি। তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে তাঁকে সহপাঠীরা মাঝে মাঝেই অপমান করতো। কোনো বন্ধু ছিল না তাঁর। স্কুলের পড়াশোনার পরিবেশ তাঁর - ভালো লাগল না। বরং বাড়িতে কাকার কাছে - বীজগণিতের চর্চা করতে ভালো লাগতো।

গণিতের প্রতি তাঁর আকর্ষন হতে শুরু হল। স্কুলে পড়ার সময় গরমের ছুটিতে একবার ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির একটি বই হাতে পেয়ে গেল আলবার্ট। জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর ভিন্ন রকম সমাধান তিনি নিজে নিজে করে ফেললেন গরমের ছুটি শেষ হওয়ার আগেই। ১৮৯৪ সালে আইনস্টাইনের বাবার ব্যবসার খুব। খারাপ হাল হয়। তিনি সপরিবারে ইতালির মিলানে চলে যান। কিন্তু আইনস্টাইনকে থেকে যেতে হয় মিউনিখের স্কুলে। স্কুল শেষ হওয়ার পরে আলবার্টের বাবা চেয়েছিলেন ছেলে যেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয় কিন্তু ছেলের - ইচ্ছা ছিল দর্শনের শিক্ষক হওয়ার। অনেক বোঝানোর পর শেষে জুরিখের সুইস - পলিটেকনিক্যাল ভর্তির পরীক্ষায় অবতীর্ন হন। কিন্তু সেই বছর পাস করতে পারলেন না আইনস্টাইন। ভাবা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সামান্য পলিটেকনিক্যাল ভর্তির পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে পরের বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করে সুইস পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হলেন আলবার্ট। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহের শুরু এখান থেকেই।

কিন্তু অধ্যাপকদের পড়ানোর পদ্ধতি তাঁর ভালো লাগতো না। নিয়মিত ক্লাসেও যেতেন না। যাই হোক চার বছর পর পাস করে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন আইনস্টাইন। কিন্তু বেস কিছুদিন তিনি কোন চাকরি পেলেন না। টিউশনি জোগাড় করার চেষ্টাও করেছেন। এইভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর একটি স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যান। এই ভাবেই চলছিল। ১৯০২ সালে কলেজের প্রিয় বন্ধু মার্সেল গ্রোসম্যানের বাবার সুপারিশে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসের চাকরিই তাঁর জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। এই ব্যাপারে একদম প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯০৫ সালের তাঁর গবেষণাগুলো পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের সুত্রগুলোকে রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিল। দুশো বছরের বেশি সময় ধরে রাজত্ব করা নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার উপর কুঠারাঘাত বলা যেতে পারে। ঐ বছরটা ছিল আইনস্টাইনের জীবনের ''সোনার বছর'' বা ''অলৌকিক বছর''। তাঁর প্রথম গবেষণা পত্র জমা পরে ছিল ১৮ই মার্চ। মূল বিষয়বস্তু ছিল আলোক তড়িৎ ক্রিয়া''। এই পরীক্ষায় দেখা যায় কোনও ধাতব পদার্থের উপর আলো পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। কিন্তু আলো যদি শুধু তরঙ্গ হবে তাহলে তো ধাতব থেকে ইলেকট্রন বের হওয়ার কথা নয়। এই পরীক্ষা থেকে আইনস্টাইন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা হল, আলো কোনও নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ নয় বরং ক্ষুদ্র বরং ক্ষুদ্র ক্ষুর শক্তির প্যাকেট নিয়ে গঠিত যার নাম ''কোয়ান্টাম''। পরবর্তীকালে যা ''ফোটন'' নামে পরিচিতি পায়। খুব দ্রুত একের পর এক প্যাকেট নির্গত হয় বলে আমরা আলোর একটা নিরবিচ্ছিন্ন ধারা দেখি, যাকে আমরা আলোর রশ্মি বলি। অনেকটা সিনেমার ছবির মতো। অনেকগুলো স্থির ছবিকে খুব দ্রুত পদায় ফেলা হয়, আর আমরা চলন্ত ছবির দৃশ্য অনুভব করি। আইনস্টাইন আরো বললেন, আলো যে তরঙ্গ একথা যেমন ঠিক আবার তা কণা ও. অর্থাৎ একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণা। আলোর দ্বৈত ধর্মের ধারণার সূত্রপাত তখন থেকেই। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার এই অবিদ্বার আইনস্টাইনকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। তাছাড়া এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা'র ভিত আরো শক্তিশালী হয়েছে।

এরপর ১১ মে জমা পড়ল ব্রাউনীয় গতি সম্বন্ধীয় গবেষণা পত্র। কোনো তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ওপর খালি চোখে দেখা যায় না, এ রকম ছোট ছোট পদার্থের কণা ভাসতে থাকলে কণাগুলোর গতি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। তাদের গতি হয় অত্যন্ত এলোমেলো, অনিয়মিত। স্কটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ব্রাউন প্রথম এই ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ করেন বলে এ গতির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাউনিয়ান গতি। আইনস্টাইন তাঁর গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেন যে এই ক্ষুদ্র কণাগুলো তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে ওই রকম বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করার কারণ হলো তাদের তাপ গতিবিদ্যা। তিনি ব্রাউনিয়ান গতির গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন এবং তাদের গতির গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই ৩০ জুন আইনস্টাইনের তৃতীয় গবেষণা পত্র ''বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব'' জমা পড়ল যা পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। সেই সময় হাতে গোনা কয়েক জন বিজ্ঞানী ছাড়া কেউই এই তরটা বুঝতে পারেননি। অনেকে রূপকথার গল্প বলে ঠাট্টাও করেছেন। জটিল এই তত্ত্বটাকে সহজ করে বলা যাক। অনেক বছর আগে কিংবদ্ধতী বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন লিখে গিয়েছিলেন যে স্থান ও কাল পরম। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গাতেই স্থান ও কালের পরিমাপ একই থাকবে। কিন্তু আইনস্টাইন এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করে দেখালেন, পরম গতি বলে কিছু নেই, সব গতিই আপেক্ষিক। পৃথিবীর ভেতরে আমরা তা বুঝতে পারি না, কারণ এখানে পৃথিবীকে স্থির ধরেই অন্য বস্তুর গতির হিসাব করি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে গেলে গতি হিসাব করার সময়ের হিসাব সব ক্ষেত্রেই একই হবে। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন যে, দুটো কারণে সময়ের গতি পৃথিবীর তুলনায় ধীরে চলবে। এক, আলোর কাছাকাছি গতির কোন মহাকাশ যানে চেপে কেউ যদি কিছু সময় ভ্রমন করেন তবে তাঁর বয়স খুব ধীরে বাড়বে। ঐ একই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে থাকা তাঁর সমবয়সী বন্ধুকে খুব বেশি বয়স্ক মনে হবে। দুই, পৃথিবীর তুলনায় যে গ্রহের অভিকর্ষ বল বেশি সেখানে বয়স ধীরে চলবে। কল্পনায় ধরা যাক দুই যমজ ভাই এর একজন বৃহস্পতি গ্রহ গিয়ে বসবাস শুরু করল। যেহেতু পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতির অভিকর্ষ বল প্রায় ২.৫ গুন বেশি তাই সময় সেখানে ধীরে চলবে। পৃথিবীর ভাই যখন বুড়ো ঘুরঘুরে হয়ে যাবে, ঠিক একই সময়ে বৃহস্পতিতে তাঁর অন্য ভাই তখন তরতাজা যুবক। আইনস্টাইনের এই গবেষণার আরো কিছু তত্ত্ব ছিল যা সবাইকে চমকে দিয়েছিল। এতদিন আমরা স্থান এবং কাল কে আলাদা আলাদা বলে জেনে এসেছি। প্রচলিত ধারণা ছিল স্থানের তিনটে মাত্রা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সাথে সময়ের এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, স্থান ও কাল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকেই জন্ম হলো স্পেস টাইম বা স্থান-কালের নতুন ধারণার। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সঙ্গে যোগ হলো চতুর্থ মাত্রা সময়। এই চারটি মাত্রা না জানলে কোন বস্তু বা ব্যাক্তির নির্ভুল অবস্থান বলা যায় না। একটা সহজ উদাহরনে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। ধরা যাক আপনি আপনার বন্ধুর সাথে গ্র্যান্ড হোটেলে দেখা করতে চান। তাঁকে সেটা জানালেন কিন্তু কোন সময় বললেন না। তাহলে সাক্ষাৎকার আর হবে না। একই ব্যাপার হবে যদি শুধু সময়টা বললেন (যেমন আজ সন্ধ্যে সাতটা) কিন্তু জায়গার নামটা বললেন না। যদি বলেন, গ্র্যান্ড হোটেলে আজ সন্ধ্যে সাতটায় দেখা হবে, তবে আপনাদের সাক্ষাৎ বাস্তবে রূপ নেবে।

১৯০৫ সালেরই ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর চতুর্থ গবেষণা পত্রটি জমা পড়লো যার বিষয় ছিল ''ভর এবং শক্তির সমতা''। চার পৃষ্ঠার এই ছোট পেপারে বস্তুর ভরের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। সেখান থেকেই পাওয়া গেল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সমীকরণ E = mc২ অর্থাৎ বস্তু থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা বস্তুর ভরের পরিবর্তনের সমানুপাতিক। এখানে মানে শক্তি, আর হল বস্তুর ভর এবং হল আলোর গতিবেগ। দেখা যাচ্ছে খুব সামান্য ভরের বস্তু থেকে বিপুল পরিমান শক্তি পাওয়া যেতে পারে। বলা হয় তাঁর এই সমীকরণই পারমাণবিক বোমা বানানোর ভিত। কিন্তু আইনস্টাইন কোন দিনই পারমাণবিক বোমা বানাবার প্রোজেক্ট এ যুক্ত ছিলেন না বরং এর বিরুদ্ধে অনেকবার সোচ্চার হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে আইনস্টাইন মহাকর্ষের একটি নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন যার নাম ''সাধারণ আপেক্ষিকতা'' তত্ত্ব। আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষকে একটি বল হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু দুশো বছরের বেশী আগের ঐ তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন মহাকর্ষ কোন বল নয় বরং কোন ভারী বস্তুর চারপাশে স্থান ও কাল প্রভাবিত ও বিকৃত হয়ে যায়, আর তখন এই বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বল উৎপন্ন করে। তাঁর মতে, পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে তা কোন মহাকর্ষ বলের জন্য নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি ? আসলে সূর্য্যের উপস্থিতি তার চারপাশের স্থান (space) কে দুমড়ে মুচরে বাঁকিয়ে দিয়েছে। সেই দোমড়ানো স্থানে চলার সময় পৃথিবীর পথ একটু একটু করে বেঁকে যায়। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। যার ভর ও শক্তি যত বেশি সে স্থানকে তত বেশি বাঁকাবে। এই কারনে সূর্য্যের মহাকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি। খুব সহজ করে ব্যাপারটা বোঝা যাক। বিছানায় টান টান করে পাতা চাদরের উপর যদি খুব ভারী একটা লোহার বল রাখা হয় তবে তার চারপাশটা গর্ত হয়ে যায়। এখন খুব ছোট ছোট হালকা বল ঐ গর্তের চারপাশে রাখলে সেগুলো গড়িয়ে গর্তের মধ্যে চলে যাবে। যদি ঐ ভারী বলটাকে সূর্য সাথে তুলনা করা হয় তবে চাদরের গর্ত হবে সুর্যের চারদিকের দোমড়ানো মোচরানো স্থান কাল। আর হালকা বল গুলো হচ্ছে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলো। আইনস্টাইনের নতুন এই মহাকর্ষ তত্ব থেকে পদার্থ বিদ্যার পুরনো দুটো ধাঁধার সমাধান পাওয়া গেলো। সূর্যের চার পাশে বুধ গ্রহের কিছুটা কক্ষপথের হিসাব পুরনো নিউটনীয় পদ্ধতিতে মিলছিল না। আর, সূর্যের পাশ থেকে আসার সময় অন্য তারাগুলোর বাঁকা পথ নেওয়ার ব্যাখ্যা মিলছিল না। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন এগুলো সবই দোমড়ানো মোচড়ানো স্থান কালে এর প্রভাবে ঘটে।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক সত্যেন বসু এক ধরনের নতুন কণার ধারণা দিয়েছিলেন যার নাম বোসন। আইনস্টাইন বোসন নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে সব বোসনই একই শক্তিস্তরে থাকবে। এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে বোস-আইনস্টাইন কনেডনসেট। ২০০১ সালে পরীক্ষাগারে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট। সৃষ্টি করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন তিন জন বিজ্ঞানী অথচ যার নামে এই কণা সেই অধ্যাপক সত্যেন বসুকে ভুলে গেলেন নোবেল কমিটির নির্বাচকরা।

আইনস্টাইন কোনো ধরনের পরীক্ষাগার ছাড়াই তাঁর গবেষণা-তত্ত্বগুলো লিখেছিলেন। একবার সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই যে আপনি এত আবিষ্কার করছেন, আপনার গবেষণাগার কোনটা। আর যন্ত্রপাতি কোনগুলো?'' উত্তরে এই জিনিয়াস বিজ্ঞানী তাঁর মাথাটায় আঙুল দিয়ে বলেছিলেন, ''এটাই আমার গবেষণাগার'' আর নিজের কলমটা দেখিয়ে বলেছিলেন, ''এই আমার যন্ত্রপাতি''। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসিদের উত্থান ঘটায় আইনস্টাইনকে আশ্রয় নিতে হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি অধ্যাপক হিসেবে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ১৯৫২ সালে আইনস্টাইনকে নবগঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। আলবার্ট আইনস্টাইনের ৩০০ টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র এবং অ-বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর ১৫০ টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর পরও তাঁর তত্ত্ব থেকে আরও নতুন নতুন বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বিকশিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের জন্মরহস্য, ব্ল্যাক হোল, ডার্ক এনার্জি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বের উপর বর্তমানের বিজ্ঞানীরা পদে পদে নির্ভরশীল। তাঁর গবেষণা-তত্ত্ব এখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আইনস্টাই কোনো ধরনের পরীক্ষাগার ছাড়াই তাঁর গবেষণা-তত্ত্বগুলো লিখেছিলেন। একবার সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''এই যে আপনি এত আবিষ্কার করছেন, আপনার গবেষণাগার কোনটা? আর যন্ত্রপাতি কোনগুলো?'' উত্তরে এই জিনিয়াস বিজ্ঞানী তাঁর মাথাটায় আঙুল দিয়ে বলেছিলেন, 'এটাই আমার গবেষণাগার' আর নিজের কলমটা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই আমার যন্ত্রপাতি'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় সিপিআইএমের এক শাখা সংগঠনের পক্ষে গণ-নালিশপত্র নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাইক ট্যাক্সি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ব্যাঙ্গালুরুতে ৫,০০০-এর বেশি চালকের বিক্ষোভ

ব্যাঙ্গালুরু, ২১ জুন: কর্ণাটকের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৫,০০০-এর বেশি বাইক ট্যাক্সি চালক শনিবার ব্যাঙ্গালুরুর বিধানসৌধের সামনে জমায়েত হয়ে রাজ্যজুড়ে বাইক ট্যাক্সির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেন।

মাইসুরু, মান্ড্যা, হাসান, দাভানগিরে, তুমাকুরু, রামনগর, শিবমোগ্গা এবং কানকপুরা জেলার চালকেরা এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মতে, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু চাকরি নয়, জীবিকার অস্তিত্বকেই সংকটে ফেলেছে।

তুমাকুরুর চালক রমেশ বলেন, 'নিষেধাজ্ঞার আগে পরিবারের জন্য যা দরকার, তা জোগাড় করতে পারতাম। এখন রোজকার জীবনযাপন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক দিন খাওয়া জোটে না, আর সন্তানের স্কুল ফি বকেয়া পড়ে আছে।'

মাইসুরুর রবি বলেন, 'আমার স্ত্রী ও দুই সন্তান আমার উপর নির্ভরশীল। ভাড়া দিতে পারছি না, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া। ধার করেই দিন কাটাতে হচ্ছে। এটা শুধু চাকরির ক্ষতি নয়, আত্মসম্মানেরও অপচয়।' নিষেধাজ্ঞার পর থেকে যাত্রীদের যাতায়াত খরচও বেড়েছে। অনেকের অভিযোগ, বাইক ট্যাক্সি শেষ মাইল কানেক্টিভিটি সহজ করত। এখন সেই অভাব পূরণ করতে খরচ ও সময় দুটোই বেড়েছে।

কলেজ ছাত্রী স্নেহা বলেন, 'আগে বাইক ট্যাক্সিতে ৫০ টাকায় পৌঁছে যেতাম, এখন অটো ১০০ থেকে ১৫০ টাকা নিচ্ছে।'

প্রযুক্তি কর্মী সন্দীপ জানান, 'মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানো এখন দ্বিগুণ সময় ও খরচে হচ্ছে। বাইক ট্যাক্সি সেই শূন্যতা পূরণ করত।'

চালকেরা দাবি করছেন, ভারতের ১৯টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত বাইক ট্যাক্সি নীতিমালা চালু হয়েছে। কর্ণাটকেও তেমন একটি নীতি প্রণয়ন করা উচিত যাতে চাকরি ফিরে আসে এবং যাত্রী নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়।

মান্ড্যার চালিকা প্রিয়া বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনে কাজ করতে প্রস্তুত। শুধু কাজ করার অধিকার চাই। এটা রোজগারের ব্যাপার নয়, পরিবারের বেঁচে থাকার প্রশ্ন।'

নাম্মা বাইক ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের ১১০ জন সদস্য বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রী দিনেশ গুন্ডু রাও-কে একটি স্মারকলিপি দেন, যেখানে বাইক ট্যাক্সিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলা হয়। তারা অভিযোগ করেন, অটো ইউনিয়নের চাপে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি আটকে দেওয়া হয়েছে।

ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম বলেন, 'প্রতিদিন ২৫০ থেকে ৩০০ চালক আমাকে ফোন করেন সাহায্যের জন্য। সরকার যদি নীতিমালা তৈরি না করে, তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের কর্মচ্যুতি নয়, নিয়ন্ত্রিত কাজ করার সুযোগ চাই।' এপ্রিল মাসে কর্ণাটক হাই কোর্ট রাজ্য সরকারের বাইক ট্যাক্সি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ বহাল রাখে। ফলে ১৬ জুন থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়, যার ফলে প্রায় ছয় লক্ষ মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওলা, উবের এবং র‍্যাপিডোর মতো সংস্থাগুলি এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করেছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৪ জুন।

২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মোটর যানবাহন সংযোজনকারী নির্দেশিকা প্রকাশ করলেও কর্ণাটক এখনও পর্যন্ত বাইক ট্যাক্সির জন্য নিজস্ব কোনও পরিষ্কার নীতি তৈরি করেনি। ২০২১ সালে চালু হওয়া ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সির নীতি পরবর্তী বছরে কোনও কারণ না দেখিয়েই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

'ইন্দাস জলচুক্তি আর কখনোই পুনঃস্থাপন হবে না': পাকিস্তানকে জলহীন করার ঘোষণা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্দাস জলচুক্তি কখনোই পুনঃস্থাপন হবে না। তিনি বলেন, পাকিস্তান এই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছে এবং যে জল তারা এতদিন অযৌক্তিভাবে পাচ্ছিল, তা এবার বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এক সাক্ষাৎকারে শাহ বলেন, না, এটি আর কখনোই পুনরায় কার্যকর হবে না। আন্তর্জাতিক চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করা যায় না, তবে আমরা এটিকে স্থগিত করার অধিকার রাখি এবং আমরা সেটাই করেছি। চুক্তির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে এটি দুই দেশের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য, কিন্তু যখন সেটি লঙ্ঘিত হয়েছে, তখন আর রক্ষা করার কিছুই থাকে না।

২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের ফাহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক গুরুতরভাবে অবনতি ঘটে। এই ঘটনার পর ভারত পাকিস্তানের নাগরিকদের বহিষ্কারের মতো একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইন্দাস জলচুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করে।

শাহ আরও বলেন, আমরা সেই জল ব্যবহার করবো যা ভারতের অধিকার। যেটি এতদিন পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল, তা এখন আমরা রাজস্থানে নিয়ে আসবো একটি খাল নির্মাণ করে। পাকিস্তান যে জল এতদিন অন্যায্যভাবে পেয়ে এসেছে, এবার তারা তার অভাবে ভুগবে।

ফাহলগাম হামলাকে শান্তি নষ্টের উদ্দেশ্যে করা একটি "ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্র" বলে মন্তব্য করেন শাহ। তিনি বলেন, এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরে বেড়ে ওঠা পর্যটন বন্ধ করা এবং তরুণদের বিভ্রান্ত করা। কিন্তু উপত্যকায় এর আগে এতটা ভারতীয় সংহতির ছবি দেখা যায়নি।

তিনি আরও জানান, পাকিস্তান যখন ভারতের বেসামরিক এলাকায় হামলা চালিয়েছিল, ভারত তখন পাল্টা জবাব দিয়ে তাদের বিমানঘাঁটিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ঘটনার পরই পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চায়। শাহ বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, যারা ফাহলগাম হামলার জন্য দায়ী, তাদের শাস্তি দিতে সীমিত সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী লঞ্চপ্যাডে আঘাত ছিল।

রোগ প্রতিরোধে অনবদ্য অ্যামওয়ের শক্তিশালী পুষ্টি সামগ্রী বাজারে

আগরতলা, ১৯ জুন। ভারতবর্ষে বর্তমানে জীবনযাত্রা গঠিত অসুখ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে, ফলে অতি সক্রিয় এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে মানুষ ঝুঁকছেন। ক্রেতাদের বদলে থাকা চাহিদার সাথে তাল রেখে, সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়ক দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া তাদের নিউট্রিশন বিভাগ আরো মজবুত করতে নিয়ে এসেছে নিউট্রিলাইট ট্রিপল প্রোটেক্ট। বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় গড়ে তোলা এক উদ্ভিজ্জ সাপ্লিমেন্ট, যাতে আছে অ্যাসিরোলা চেরি, হলুদ ও যষ্টিমধুর প্রাকৃতিক শক্তি। এই শক্তিশালী ফর্মুলার পুষ্টি উপাদান গুলি তিন প্রকার উপকারিতা দেবে-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখবে, প্রদাহ কমবে এবং অন্ত্র, ত্বক ও রোগ প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্টের সুরক্ষা যোগাবে। এই বিষয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া বলেন, আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষের উপর দুর্বল পুষ্টি প্রভাব থেকেই যাচ্ছে।

তাই সামগ্রিকভাবে ভালোর জন্য প্রাকৃতিক, উদ্ভিজ্জ সমাধান ব্যবস্থার চাহিদা আগের চেয়ে এখন অনেক বেড়েছে। আজকাল মানুষ স্বাস্থ্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। এর মধ্যে ৫২ শতাংশ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখাকে সাপ্লিমেন্ট থেকে পাওয়া পুষ্টি সামগ্রীই সেরা উপকারিতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এক অদ্বিতীয় ফর্মুলায় তৈরি নিউট্রিলাইট ট্রিপল প্রোটেক্ট বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে।অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার, অমৃতা আশরানি বলেন, নিউট্রিলাইট ট্রিপল প্রোটেক্ট এ শক্তিশালী পুষ্টি উপাদান রয়েছে। অ্যাসিরোলা চেরি, যার ভিটামিন সি ও অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখে। যষ্টিমধু অ্যান্টি-ইনফ্লমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপকারিতা দেখায়, যা দেহের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা করে। সবশেষে হলুদ রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে ফ্রি রেডিকলকে প্রশমিত করে ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপকারিতা দিয়ে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

এআই১৭১ দুর্ঘটনার পর ক্রু ডিউটি লঙ্ঘন: এয়ার ইন্ডিয়াকে ডিজিসিএ-র শোকজ নোটিশ, তিন আধিকারিককে অপসারণের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: ১২ জুন আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এআই১৭১ বিমানের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। বিমানের ক্রুদের ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের অভিযোগে এয়ার ইন্ডিয়াকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, ক্রু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা তিন শীর্ষ আধিকারিকচূড়া সিংহ (ডিভিশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট), পিঙ্কি মিত্তল (চিফ ম্যানেজার, ডিওপিএস, ক্রু স্কেডিউলিং) এবং পায়েল অরোরা (ক্রু স্কেডিউলিং---প্ল্যানিং)কে অবিলম্বে অপারেশনাল দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিজিসিএ-এর ২০ জুনের নির্দেশ অনুযায়ী, অভিযুক্ত আধিকারিকরা অননুমোদিত ও অননুগত ক্রু জোড়া তৈরি, লাইসেন্সিং ও বিশ্রাম সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন এবং পর্যবেক্ষণে চূড়ান্ত ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৬ ও ১৭ মে বেঙ্গালুরু থেকে লন্ডনগামী এআই১৩৩ ফ্লাইটে ফ্লাইট ডিউটি টাইম ১০ ঘণ্টার সীমা ছাড়িয়ে যায় বলে ডিজিসিএ-এর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, যা নাগরিক বিমান চলাচল বিধির পরিপন্থী। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার 'অ্যাকাউন্টেবল ম্যানেজার' এ বিষয়ে নজরদারি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ডিজিসিএ চাইছে, এই লঙ্ঘনের জন্য কেন এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

এ ঘটনাগুলি এআই১৭১ দুর্ঘটনার তদন্ত চলাকালীন এবং এআরএমএস থেকে সিএই ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে পরিবর্তনের পরে সামনে আসে। দুর্ঘটনায় ২৭০-র বেশি যাত্রী ও মাটিতে থাকা মানুষ নিহত হন। এরপর ডিজিসিএ নির্দেশ দেয়, অভিযুক্ত তিন আধিকারিককে অবিলম্বে অপারেশনাল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অ-অপারেশনাল পদে রাখা হোক এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে তার ফলাফল ১০ দিনের মধ্যে ডিজিসিএ-কে জানানো হোক। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কোনও পদে রাখা যাবে না, যা ফ্লাইট সেফটি বা ক্রু নিয়ন্ত্রণের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। ডিজিসিএ স্পষ্ট জানিয়েছে, নিয়ম লঙ্ঘনের বদলে নিষেধাজ্ঞা নয়, সঠিক ও কার্যকরী নিরাপত্তা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা এখন জরুরি।

ওডিশা: আন্তঃজাত বিবাহের জেরে ৪০ জন পরিবার সদস্যকে মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য করা হলো

রেয়াগাডা, ২১ জুন : ওডিশার রেয়াগাডা জেলার কাশিপুর ব্লকের বাইগনাগুড়া গ্রামে আন্তঃজাত বিবাহের পর এক মহিলার পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়। মহিলাটি একজন তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তিনি পাশের গ্রামের এক তফসিলি জাতি পুরুষকে বিয়ে করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে গ্রামে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বিয়ের পর মহিলার পরিবারের সদস্যদের সামাজিকভাবে একঘরে করে দেয় গ্রামবাসীরা। পুনরায় সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের চাপে ওই পরিবারকে একটি 'পবিত্রীকরণ' অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করা হয়। এর অংশ হিসেবে তারা স্থানীয় দেবতার উদ্দেশে পশু বলি দেন এবং পরে একসাথে ৪০ জনের মাথা মুণ্ডন করা হয়।ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এর পরই কাশিপুর ব্লকের বিডিও বিজয় সয় ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেন। এক ব্লক স্তরের আধিকারিককে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

No: ED/ESTT/NHM/1(194)/2025/ 3164 **Date: 20/06/2025**

Notification for check status of applications submitted under R/N. No. 04/2024- 25, 05/2024-25, 01/2025-26 and 02/2025-26 and submission new application under 01/2025-26 (for NHM, Tripura).

Presently, the Directorate of Information Technology, Govt. of Tripura has created new functionality to update or re-enter any information which is found to be incomplete within the Portal to allow applicants who have already submitted online applications in respect of the vacant posts to be filled up advertised through Recruitment Notification No. 04/2024-25, 05/2024-25, 01/2025-26 and 02/2025-26 under various Department and to be selected through Society for Entrepreneurship Development (SOFED).

Accordingly, SOFED has decided to extend the date of submission of online applications for the ongoing recruitment process of Recruitment Notification No. 01/2025- 26 under NHM w.e.f. 25-06-2025 to 05-07-2025.

Hence, all applicants who have already submitted their applications through online mode under Recruitment Notification No. 04/2024-25, 05/2024-25, 01/2025-26 and 02/2025-26 should check the status of their applications, along with submitted documents and proof of payment, etc. in the Portal and take necessary steps accordingly, within the aforementioned time period. Further, new applicants shall also submit their applications within this extended period.
ICA|D|423/25

Member Secretary
Society for Entrepreneurship Development

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 02/AGRI/DAM/2025-26

On behalf of the 'Chairman(TAPMB), the General Manager, Tripura Agricultural Produced Market Board, Office Lane, Agartala, invite sealed separate quotations from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (one) No. MARUTI SUZUKI ERTIGA Vehicle for a period of 01 (one) year.(2nd Call).

SL NO	Description of Work	Quantity	Cost of tender	Quotation dropping center	Last date & time for application & issue of tender documents	Date & time for dropping of quotation	Date & time for opening of quotation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hiring of 01 (one) No. **Maruti Suzuki Ertiga along with driver** for official use by General Manager,Tripura Agricultural Produced Market Board, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (one) year.**(2nd Call).** **(DNISQ No.: 01/AGRI/DAM/2024-25)**	01 (One) no.	Rs. 1,000.00 only.	O/O the Director of Agricultural Marketing, Deptt. Of Agriculture & FW, Office Lane, Agartala	Till 30/06/2025 Up to 01:00 PM	30/06/2025 Up to 03:00pm	30/06/2025 At 04:00 PM, if possible

For details, please contact to the office of the undersigned.
ICA/C/1121/28

(Maniklal Debbarma)
General Manager (TAPMB) Office Lane, Agartala

PNIT NO: 11/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 20/06/2025

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders for three nos. work Tenders as follows-

Sl. No.	DNIT No. & Date	Last Date & Time	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY / BID FEE (Non Refundable)	TIME FOR COMPLETION
1	02/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26. Dated- 17/04/2025.	27/06/2025 15.00 Hours	Rs. 32,35,876.00	RS. 64,718.00 / RS. 1,000.00	180 Days
2	07/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26. Dated- 17/04/2025.		Rs. 32,35,876.00	RS. 64,718.00 / RS. 1,000.00	180 Days
3	08/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26. Dated- 17/04/2025.		Rs. 32,35,876.00	RS. 64,718.00 / RS. 1,000.00	180 Days

For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1130/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD Amarpur Division

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gakulnagar, Sepahijala, Tripura invites sealed tenders vide PNIT No. 12/ EE-BSLD / PWD(R&B) / 2025-26, Dated- 19th June, 2025 for hiring of 1 (One) no. vehicle Mahindra & Mahindra Bolero Neo-Diesel for the office mentioned below:-
1/ Hiring of 01 (one) no Mahindra & Mahindra Bolero Neo (Diesel) vehicle of 01.01.2023 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the Superintending Engineer, 4th Circle, PWD(R&B) during the year 2025-26 (2nd Call). Estimated Cost: 4,80,900/-
DNIT. No. 02/R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26
Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 23rd June, 2025 to 9th July, 2025 and last date of dropping of tender is 10th July, 2025 up to 3:00pm.
Last Date of receipt of application: 8th July, 2025
For details please see Tender Notice
ICA/C-1119/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. R. Ghosh) Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

No.F.12(26)-IGMH/RKS/Computer/2021
GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT NHM Cell, I.G.M. HOPSITAL, AGARTALA.
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)

Sealed Quotations are invited for "Supply of Computer & Accessories". The Quotation form will be available from the Office of the undersigned up to 23- 06-2025 (11:30 am to 4:00 pm).
ICA/C/1111/25

Debasri Debbarma
Medical Supertendent

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 08/EE-IED/AMB/2025-26

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	17/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 2,52,386.00	₹ 5,048.00	Upto 17.00 Hrs	At 10.00 Hrs on
2	18/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 13,53,585.00	₹ 27,072.00	on 07/07/2025	08/07/2025

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
ICA/C-1128/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Amit Debbarma) Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
ELECTRICAL DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/10/2025-26	2,74,745.00	5,495.00	15(Fifteen) days	Date : 24/06/2025 Time : 15.00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/11/2025-26	16,87,677.00	33,754.00	15(Fifteen) days	Date : 02/07/2025 Time : 15.00 Hrs
03	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/102/2025-26	18,77,458.00	37,549.00	21(Twenty one) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

শনিবার ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের পক্ষে ডিএম অফিসে এক ডুপেটশন প্রদান করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুলহাতা জামা, স্কার্ফ পরেও ট্যান থেকে রেহাই নেই?

গরমে নাজেহাল অবস্থা শহরবাসীর। তবুও কাউকে কাজের প্রয়োজনে, কাউকে আবার পড়াশোনার জন্য চাঁদিফাটা রোদ মাথায় নিয়েই বাইরে বেরোতে হচ্ছে। শরীর বাঁচাতে তো ঘন ঘন জল, ডাবের জল, দইয়ের ঘোলে চুমুক দিচ্ছেন বটে তবে ত্বক বাঁচানোর কথা ভাবছেন কি? মাথায় ঘোমটা, রোদচশমা, ফুলহাতা জামা, সানস্ক্রিন সব ব্যবহার করেও ট্যানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল।

কারও পিঠে, কারও হাতে, কারও আবার ট্যান পড়ে মুখের জেল্লাই চলে গিয়েছে। কোরিয়ান পদ্ধতিতেই দূর হবে সমস্যা। তার জন্য নামীদামি সংস্থার প্রসাধনী কিনতে হবে। ঘরোয়া প্যাকেই হবে মুশকিল আসান। রইল ট্যান দূর করার কয়েকটি কোরিয়ান ফেসপ্যাকের হদিস। ১) টম্যাটো-মধুর প্যাক: টম্যাটোর রস আর মধু সম পরিমাণে নিয়ে মুখে ব্যবহার করুন। শরীরের যে অংশে ট্যান পড়েছে সেই অংশে মিনিট পনেরো মেখে রাখুন। তার পর ভিজে তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। ২) দই-হলুদের প্যাক: আধ কাপ দইয়ের সঙ্গে দু'টেবিল চামচ মধু আর এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে একটি ঘন প্যাক বানিয়ে নিন। এ বার একটি রোদে পোড়া অংশে প্যাকটি মেখে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করুন। ভিজে তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। মিনিট দশেক পরে ভাল করে মালিশ করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩) পেঁপে-চালের গুঁড়োর প্যাক: পাকা পেঁপের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ আর চালের গুঁড়ো মিশিয়ে একটি ঘন প্যাক বানিয়ে নিন। এ বার একটি রোদে পোড়া অংশে প্যাকটি মেখে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করুন। ভিজে তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

রোজ রান্না করার সময় কিছু নিয়ম মেনে চললে গ্যাসের অপচয় কমবে

রান্নার গ্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে সংসার খরচ। কিন্তু তাই বলে তো আর অরন্ধন পালন করা যায় না। তাই চেষ্টা করতে হবে যাতে গ্যাসের খরচ যথাসম্ভব কম হয়। রান্নার সময় ঘরোয়া কিছু টোটকা মেনে চললে গ্যাসের অনেকটাই সাশ্রয় সম্ভব। রইল তেমনই ৫ টোটকা।

১. রান্নার সময় গ্যাসের আঁচ যেন মাঝারি থাকে, সে বিষয়টি নজরে রাখুন। অতিরিক্ত আঁচে রান্না করতে গেলে আগুন পাত্রের তল ছাড়িয়ে আশপাশে দিয়ে বার হয়ে যায়। ফলে অনেক বেশি গ্যাসের অপচয় হয়। ২. বার্নার সাফ করুন নিয়মিত। রান্নার গ্যাসের আগুনের রং নীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লাল, হলুদ কিংবা কমলা রঙের আগুন দেখলে বুঝবেন গ্যাসের দহন যথাযথ ভাবে হচ্ছে না। বার্নার অপরিষ্কার থাকলে এমনটা হতে পারে। ঈষদুষ্ণ গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ঘষতে পারেন বার্নার। তাতেও সমস্যা দূর না হলে ডাকতে হবে বিশেষজ্ঞ।

৩. রান্নার বাসনের তলা যেন পরিচ্ছন্ন হয়। হাঁড়ি-কড়াইয়ের তলায় কালি থাকলে তাপের অপচয় হয়, গ্যাসও বেশি খরচ হয়। পাশাপাশি, খেয়াল রাখবেন যেন গ্যাসে বসানো বাসন শুকনো হয়। বাসনে জল লেগে থাকলেও গ্যাসে যথেষ্ট অপচয় হয়।

৪. চেষ্টা করুন পাত্র ঢাকা দিয়ে রান্না করতে। যে কোনও পাত্রের ক্ষেত্রেই ঢাকা দিয়ে রান্না করলে অনেকটা গ্যাস বাঁচে। পাশাপাশি, সাধারণ বাসনের পরিবর্তে যত বেশি সম্ভব প্রেশার কুকার ব্যবহার করুন। গ্যাসের অপচয় কম হবে। গ্যাস অপচয় কমাতে প্রেশার কুকারের থেকে ভাল দ্বিতীয়টি নেই। ৫. রান্না করার আগেই তৈরি করে নিন সব উপকরণ। মশলা তৈরি থেকে সব্জি কাটা, সবই যদি আগে থেকে করা থাকে, তবে সময় ও গ্যাস দুয়েরই সঞ্চয় হয়। পাশাপাশি, রান্নায় কতটুকু জল দেবেন, তা-ও মেপে রাখবার চেষ্টা করুন আগে থেকে।

ভেষজ চা: খালি পেটে খেলেও সমস্যা হবে না

ঘুমচোখ খুলে গরম সেই পানীয়ে চুমুক না দিলে দিন শুরু হতে চায় না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে চা খেতে বারণ করেন বড়রা। কারণ, চায়ের মধ্যে থাকা ক্যাফিন শরীরের ক্ষতি করতে পারে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কফির চেয়ে চায়ে ক্যাফিনের পরিমাণ কম। আবার তা যদি ভেষজ চা হয়, তা হলে তো কথাই নেই।

এমন কিছু ভেষজ চা রয়েছে, যেগুলি সকালে খালি পেটে খাওয়া যেতে পারে। তাতে বরং উপকারই হয়। হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খাবার থেকে পুষ্টিগুণ শোষণেও সহায়তা করে এই ভেষজ পানীয়গুলি।

১) ক্যামোমাইল টি

অনিদ্রাজনিত সমস্যায় প্রাচীন কাল থেকেই ক্যামোমাইল চায়ের ব্যবহার হয়ে আসছে। উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, প্রদাহ নাশ করতে ক্যামোমাইল চায়ের জুড়ি মেলা ভার। সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতে এক কাপ চায়ে চুমুক দিলেই ঘুম নেমে আসবে চোখে। ২) মিন্ট টি-বদহজমের সমস্যায় ভুগছেন? পুদিনা পাতার চা খান। জল গরম করে তাতে কুচি কুচি করে কয়েকটা পুদিনা পাতা কেটে মিনিট ১৫ ঢাকা দিয়ে রাখুন। পাতা কেটে দিলে পুদিনার গন্ধটা পুরোটাই পাবেন।নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এড়াতেও খেতে পারেন পুদিনা চা। এই চা খেলে নিমেষেই দূর হয়ে যাবে যে কোনও শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, একটানা কাজ করার জন্য মনঃসংযোগ বাড়াতেও সহায়তা করে এই চা। ৩) সিনামন টি- শরীর থেকে অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে চান? তাহলে এই পানীয়টি আপনাকে খেতেই হবে। একটি পাত্রে জল গরম করে দারচিনি গুঁড়ো, লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে নিন। তার পর এই চা ছেঁকে খান। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা বিভিন্ন রোগ থেকে শরীরকে বাঁচাতে সহায়তা করে। ঋতুস্রাবের সময় পেটে ব্যথা হলে, তা থেকেও আরাম মিলবে এই চা খেলে।

জিমে নয়, বাড়িতেই শুরু হোক শরীরচর্চা

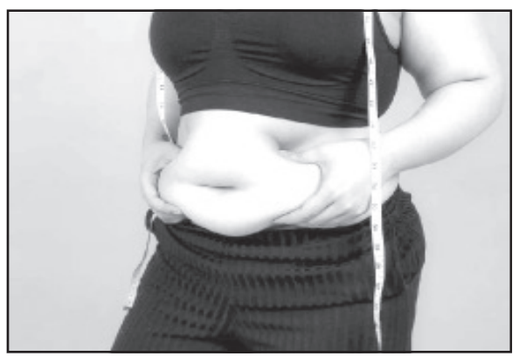

বাড়ি থেকে অফিসে টিফিন না এনে, বাইরের খাবার কিনে খাওয়া হোক কিংবা অফিস ফেরত চপ-মোমো-চাউমিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই হোক, জীবনযাপনে নানা অনিয়ম করার সময় রয়েছে আমাদের। নেই কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে জমে থাকা মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা করার সময়। ফলে শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে।

অল্পবিস্তর ডায়েট শুরু করলেও, ভালমন্দ খাবার দেখেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়!

এই সমস্যা দূর করতে পারেন রোজ মাত্র পাঁচ মিনিট সময় খরচ করলেই। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ভাবছেন তো, পাঁচ মিনিটের কোন ব্যায়ামে মেদ ঝরানো সম্ভব? উত্তর হল, স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দু'টো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। শরীরের অনেকটা উপকার মিলবে। স্কিপিং, দৌড়নো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াট থেকে তার অনেকটাই পাওয়া সম্ভব। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করতেও স্কোয়াটের জুড়ি মেলা ভার। আর কী কী উপকার হয় স্কোয়াট করলে?

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। ১. টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম। ২. নিয়ম করে এই ব্যায়াম করলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। এই ব্যায়ামে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন। ৩. সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি ঝরে, তার চেয়েও বেশি ক্যালোরি ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। তবে নিয়ম মেনে করলে তবেই লাভ হবে।

৪. শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা "অ্যাবস" তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

৫. এই ব্যায়াম করলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়।

বরফ কী কী ভাবে ব্যবহার করতে পারেন?

ককটেল হোক বা মকটেল, পানীয়ে কয়েক টুকরো বরফ থাকতেই হবে। তবে পানীয়ে ব্যবহার ছাড়াও বরফ কিন্তু দৈনন্দিন নানা কাজে লাগে। তার কোনওটা জানা, আবার অনেক কিছুই অজানা। পানীয় ছাড়া আর কোন কাজে লাগে বরফ?

ব্যথা কমাতে- বরফ ব্যথা কমাতে বিশেষ সহায়ক। পড়ে গিয়ে হাড়ে আঘাত লাগলে বা ছেঁকা লাগলে দ্রুত সেখানে বরফ দিতে বলা হয়। ফোলা কমাতেও সাহায্য করে বরফ। অস্থিসন্ধি, হাঁটু-কোমরের ব্যথা কমাতে বরফের ব্যবহার সব সময়েই রয়েছে।

ত্বককে সজীব রাখে- প্রচণ্ড গরমে মুখে বরফ ম্যাসাজ করে মেকআপ করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ ছাড়াও ত্বকে বরফ ব্যবহারে ফোলাভাব একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

ক্লান্তির ছাপ দূর হওয়ার পাশাপাশি রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়।

দ্রুত খাবার ঠান্ডা করে

প্রচণ্ড গরম খাবার দ্রুত ঠান্ডা করতে বরফ সাহায্য করে। একটা বড় পাত্রে বরফ ও জল নিয়ে তার মধ্যে গরম খাবারের পাত্র বসিয়ে রাখলে দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। বিশেষত তাড়াহুড়োর সময় এই পদ্ধতি খুব কাজে লাগে। খাবারে অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে খাবারে তেল বেশি হয়ে গেলে বা ফ্যাটযুক্ত উপাদান বেশি থাকলে বরফের সাহায্যে তা সহজেই তুলে ফেলা যায়। খাসির মাংসের পদ হোক বা স্টু, একটা পরিষ্কার সাদা কাপড়ে কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে চর্বিযুক্ত খাবারের উপর ডুবিয়ে দিলেই দেখা যাবে, চর্বি বা ফ্যাট বরফের গায়ে ঘন হয়ে লেগে যাচ্ছে।

সব্জির রং ধরে রাখে-সেদ্ধ বা ভাপিয়ে নেওয়ার পর যে কোনও সব্জির রং অনেকটাই চলে যায়। সেই রং ধরে রাখা যায়, যদি সব্জি বরফ জলে ভিজিয়ে রেখে রান্না করা হয়। পালং পনির থেকে রকমারি রান্নায় সেই জন্য সব্জি ভাপিয়ে নেওয়ার পর বরফ জলে ডুবিয়ে রাখা হয় কিছু ক্ষণ।

শুকিয়ে যাওয়া সব্জি সতেজ করে ধনেপাতা থেকে পুদিনা পাতা, লেটুস-সহ নানা রকম শাক-সব্জি অনেক সময় শুকিয়ে যায়। সেই সব্জি ১০-১৫ মিনিট বরফ জলে ডুবিয়ে রাখলে আগের চেয়ে অনেকটাই সতেজ হয়ে উঠবে।

ব্লেন্ডারের ব্লেড ধারালো করা যায় ব্লেন্ডার বা মিক্সারে কয়েক টুকরো বরফ ও জল, এক ফোঁটা তরল সাবান দিয়ে উচ্চ গতিতে এক মিনিট ঘুরিয়ে নিলে ব্লেন্ডার দারুণ পরিষ্কার হবে। পাশাপাশি, ব্লেডগুলিও ধারালো হয়ে উঠবে।

ব্রণ বা ফুসকুড়ি দূর করবে অলিভ তেল

তৈলাক্ত ত্বক মানেই হাজারটা সমস্যা। সারা দিন নাকের দু'পাশে, কপালে তেলতেলে ভাব থাকে। তার উপর ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা তো আছেই।

ত্বক যদি তৈলাক্ত হয়, তা হলে আর আলাদা করে তেল মাখার দরকার হয় না। তৈলাক্ত ত্বকে ময়লাও জমে তাড়াতাড়ি। ত্বক চিকিৎসকেরা বলেন, তৈলাক্ত ত্বকের রূপটানের জন্য আদর্শ অলিভ তেল।

এতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকের ভিতরের স্তরে প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানের জোগান দিতে পারে। এটি ত্বকের জেল্লা ফেরায়, আর্দ্রতা ধরে রাখে, ত্বক টানটান হয়। তবে এর ব্যবহারের নিয়ম জানতে হবে।

অলিভ তেলের এমন কিছু ফেসপ্যাক ঘরেই তৈরি করা যায়, যা ত্বকের জন্য খুব ভাল। তৈলাক্ত ত্বকের ব্রণর সমস্যাও দূর করতে পারে অলিভ তেল।

অলিভ তেলের ফেসপ্যাক কী ভাবে বানাবেন?

১. অলিভ তেল ও মধু

একটি পাত্রে এক চামচ অলিভ তেলের সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। এ বার মাইক্রোওয়েভে সেই মিশ্রণটি ১০ সেকেন্ডের জন্য গরম করুন। এতে মধু খুব ভাল ভাবে মিশে যাবে অলিভ তেলের সঙ্গে। এই মিশ্রণটি ব্রাশ দিয়ে বা হাত দিয়েই সারা মুখে ভাল করে লাগিয়ে নিন। ১০ মিনিট রেখে উষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। নরম তোয়ালে দিয়ে আলতো করে মুখ মুছবেন।

২. আমন্ড-অলিভ তেলের ফেস প্যাক

আমন্ডে থাকে ভিটামিন ই, যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। অলিভ তেল আর আমন্ডের ফেস প্যাক তৈলাক্ত ত্বকের জন্য খুবই ভাল। এই প্যাক বানানোর জন্য দু'চামচ অলিভ তেলে এক চামচ আমন্ডের পাউডার মিশিয়ে নিন। এ বার তাতে এক চামচ ব্রাউন সুগার মেশান। সমস্ত উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে মুখে লাগাতে হবে। এটা প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসাবে কাজ করবে। ৫ থেকে ১০ মিনিট রেখে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দু'বার এই ফেস প্যাক ব্যবহার করলে ত্বকের দাগ বা ছোপ উঠে যাবে।

৩. অলিভ তেল-লেবুর রস

এক চামচ অলিভ তেলের সঙ্গে হাফ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। সারা মুখে ভাল করে লাগিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট রেখে উষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে বার দুয়েক এই ফেস প্যাক ব্যবহার করতে পারলে ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা দূর হবে। ত্বকের কালচে দাগ বা ছোপও উঠে যাবে। রোদে পোড়া ত্বকে জেল্লা ফিরবে অল্প দিনেই।

ফল খেলেও বাড়তে পারে ওজন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন কোনগুলি?

ফলের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই আছে। নিয়মিত ফল খাওয়ার অভ্যাস শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ফল শরীরের যত্ন নেয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই। গরমের মরসুমে শরীরে জলের ঘাটতি মেটানোর জন্যও ভরসা রাখতে হয় ফলের উপর। পুষ্টিবিদরাও অনেক সময়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সব ধরনের ফলে খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কয়েকটি ফল আছে, যেগুলি ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় তাই সেই ফলগুলি এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। জেনে নিন, রোগা থাকতে চাইলে কোন ফল এড়িয়ে চলবেন।

১) কলা: শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে কলা ভীষণ উপকারী। তবে দিনে একটির বেশি কলা খেলে বাড়তে পারে ওজন। কারণ কলায় ক্যালোরির পরিমাণ ১৫০। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ ৩৭.৫। কলা খেতে ভালবাসলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে বেশি কলা না খাওয়াই ভাল।

২) আম: অনেকেরই প্রিয় ফল আম। আম খেলেও ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকেই যায়। অনেকেই এটা শুনে হতাশ হতে পারেন। এক কাপ আমে রয়েছে প্রায় ৯৯ ক্যালোরি। ফাইবারের পরিমাণও বেশি। কার্বোহাইড্রেটও রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। রোগা থাকতে তাই বেশি আম না খাওয়াই ভাল। ৩) আনারস: অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ আনারস যত্ন নেয় শরীরের। এতে জলের পরিমাণও অনেকটা বেশি। শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে আনারস দারুণ কার্যকর। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালোরি। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও কম নেই আনারসে। বেশি আনারস খেলে তাই ওজন বাড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

বাঙালি মানেই চা-প্রেমী

বাঙালি মানেই চা-প্রেমী। কাজের চাপে হোক, বই পড়ার সময়ে হোক বা অবসরে, এক পেয়ালা গরম চা চাই-ই চাই। এক চুমুকেই শরীর তরতাজা হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মেজাজও হয় ফুরফুরে। অফিসে, পাড়ার মোড়ে আড্ডা দিতে গিয়ে দিনে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় বার চা খাওয়া হয়েই যায়। আর যাঁরা রাত জেগে কাজ করেন, তাঁদের তো কথাই নেই। ঘুম তাড়াতে কাপের পর কাপ চা চলে। চিকিৎসকেরা বলছেন, রাতভর বার বার চা খেলে তার থেকে বিভিন্ন সমস্যা শুরু হতে পারে। চায়ের কাপে স্বস্তির চুমুক আপনার অস্বস্তির কারণ হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, রাতে কাপের পর কাপ চা খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে।

১) অম্বল- অতিরিক্ত চা খেলে অম্বল, বুকজ্বালা হতে পারে। এটি অম্ল অ্যাসিডের উৎপাদন বাড়ায়। রাত জেগে অতিরিক্ত চা খাওয়ার কারণেও অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা বাড়তে পারে।

২) কোষ্ঠকাঠিন্য- চায়ে থিওফাইলিন নামে এক ধরনের যৌগ থাকে। এই যৌগ বেশি মাত্রায় শরীরে ঢুকলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা তৈরি করে। অনেকেই মনে করেন, সকালে গরম গরম চা খেলে পেট পরিষ্কার হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, বার বার চা খেলে তার থেকে কোষ্ঠকাঠিন্যও হতে পারে। আর খালি পেটে ঘন ঘন চা খেলে, পেটের রোগ বাড়তে পারে।

৩) মাথা ঘোরা- চায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন থাকে যা থেকে নানাবিধ সমস্যা হতে পারে। যদি বেশি পরিমাণে অর্থাৎ ৪০০-৫০০ মিলিগ্রামেরও বেশি ক্যাফিন শরীরে ঢোকে, তাহলে মাথা ঘোরার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ৪)অনিদ্রা- ঘন ঘন চা খেলে ঘুমের সমস্যা হয়। মাত্রাতিরিক্ত ক্যাফিন উত্তেজনা, অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়। অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

নকল পাতায় চোখ সাজাতে গিয়ে ক্ষতি হচ্ছে না তো?

টানা টানা আয়ত চোখ কোন মেয়ে না চায়। আর সাজতে বসলে চোখের মেকআপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চোখ সুন্দর না দেখালে গোটা সাজটাই মাটি। এখন বিভিন্ন রকম আইলাইনার, মাস্কারা বেরিয়েছে। চোখের পাতা লম্বা-ঘন দেখাতে "আইল্যাশ এক্সটেনশন" বা নকল আঁখিপল্লব ব্যবহার করছেন অনেকেই। আর এখানেই হচ্ছে গন্ডগোল।

কারণ কৃত্রিম পল্লব কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা জানেন না অনেকেই। ফলে ব্যবহারের ভুলে চোখের ক্ষতিই হচ্ছে। এমনও দেখা গিয়েছে, আসল পল্লবের উপরে নকল পল্লব আটকানোর কারণে চোখে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কৃত্রিম পল্লব ব্যবহারে কী কী ক্ষতি হচ্ছে? ১) নামী ব্র্যান্ডের বদলে সস্তার "আইল্যাশ এক্সটেনশন" ব্যবহার করছেন না তো? চক্ষু চিকিৎসকেরা বলেন, নকল চোখের পাতায় এমন আঠা ব্যবহার করা হয় যা চোখ ও ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। এই আঠায় থাকে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক যেমন ল্যাটেক্স, সেলুলোজ গাম, সায়ানোঅ্যাক্রিলেটস, বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড, ফর্মালডিহাইড। তাই না জেনে যে কোনও দোকান থেকে কম দামি কৃত্রিম পল্লব কিনে লাগালে চোখে সংক্রমণ হতে বাধ্য। ২) নকল চোখের পাতার আঠা ও জেল থেকে "কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস" হচ্ছে অনেকেরই। এটি ত্বকের একরকম সংক্রমণজনিত রোগ যা থেকে ত্বকে জ্বালা, চুলকানি, লালচে র্যাশ হতে পারে। চোখের পাতার উপরে ফোলাভাব, ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। ৩) কৃত্রিম পল্লব ব্যবহার করলে তা খোলার উপায়ও জানতে হয়। চক্ষু চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, যে ধরনের "রিমুভার" দোকানে পাওয়া যায়, তাতেও থাকে রাসায়নিক। এই রাসায়নিক কর্নিয়ার ক্ষতি করে।

কী কী মাথায় রাখবেন- প্রতিবার ব্যবহার ও খোলার পরে ভাল করে চোখ ধুয়ে নিতে হবে।

ব্যবহারের পরে দেকে নেবেন, চোখের পাতায় আঠা লেগে রয়েছে কি না। যদি আঠা লেগে থাকে, তা হলে তুলো দিয়ে আলতো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

চোখে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে হাত ধুয়ে নিন। অপরিষ্কার হাত চোখে দিলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়বে। প্রতিদিন মেকআপ তোলার পরে পরিষ্কার সুতির "কাপড়ে ক্লিনজার" নিয়ে ভাল করে চোখ, চোখের পাতা মুছে ফেলুন। কৃত্রিম পল্লব লাগালে চোখ জোরে ঘষবেন না। এতে চোখের আসল পাতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও মন্ত্রী সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই নির্ধারণ করেছেন উত্তরসূরি, তবে প্রকাশ করেননি নাম — সম্ভাব্য তিন প্রার্থীর নাম ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

তেহরান, ২১ জুন: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই তার উত্তরসূরি হিসেবে তিনজন ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন, তবে নিরাপত্তার কারণে তাদের নাম এখনও গোপন রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একের পর এক টার্গেট কিলিং ও হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে খামেনেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত ১৩ জুন ইসরায়েলি অভিযানে প্রায় ৩০ জন শীর্ষ ইরানি কমান্ডার ও নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, খামেনেই আশঙ্কা করছেন যে উত্তরসূরির নাম প্রকাশ পেলে তারা হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারেন।

অনেকদিন ধরেই অনুমান করা হচ্ছিল যে খামেনেই তার পুত্র মুজতবা খামেনেই-কে উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু এবার জানা গেছে, তিন প্রার্থীর মধ্যে তার নাম নেই, যা ইরানের রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনা তৈরি করেছে।

কুম সেমিনারির প্রধান এবং 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস'-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আলীরেজা আরাফি খামেনেই-এর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ধর্মীয় যোগ্যতা ও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের পক্ষে হওয়ায় তাকে একটি শক্তিশালী প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ইরানের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী এবং গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। পর্দার আড়ালে থাকলেও কৌশলগত সিদ্ধান্তে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যা তাকে সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের তালিকায় রাখে।

বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা এবং 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস'-এর প্রথম সহ-সভাপতি। তার ধর্মীয় প্রভাব ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাকে খামেনেই-এর উত্তরসূরি হিসেবে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে।

ইরানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ভেলায়েতিকেও উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে থাকতে পারেন বলে অনুমান।

বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরসূরি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রার্থীদের লক্ষ্য করে হামলার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে ইরান প্রশাসন অতিরিক্ত সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। ফলে খামেনেই এই মুহূর্তে নাম প্রকাশ না করে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবায় বেড়েছে যাত্রীদের অসন্তোষ, ৭৯ শতাংশ যাত্রী পরিষেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অসন্তুষ্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: সম্প্রতি আহমেদাবাদ প্লেন দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ৭৯ শতাংশ যাত্রী এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবার মান এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গত বছরের ৫৫ শতাংশের তুলনায় এ বছরের এই অসন্তুষ্টির পরিমাণ বড়সড় বৃদ্ধি বলেই মনে করা হচ্ছে।

সমীক্ষা অনুযায়ী, শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ নয়, গ্রাহক পরিষেবা, ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং এবং ইন-ফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেমের অভাব নিয়েও যাত্রীরা অসন্তুষ্ট। টাটা গোষ্ঠী অধিগ্রহণের পর যাত্রীদের প্রত্যাশা বেড়ে গেলেও, পরিষেবার মানে সেই অনুযায়ী উন্নতি দেখা যায়নি বলেই অভিযোগ।

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর যাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এয়ারলাইনের বিরুদ্ধে যাত্রীরা সরব হয়েছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ডিরেক্টোরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ডিজিসিএ সম্প্রতি দুটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য এয়ার ইন্ডিয়াকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, ১৫ ও ১৭ মে বেঙ্গালুরু থেকে লন্ডনগামী দুটি ফ্লাইট ১০ ঘণ্টার নির্ধারিত সময়সীমার বেশি উড়ে গেছে। এই নিয়ম এপ্রিল ২০১৯ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ডিজিসিএ এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে এই লঙ্ঘনের ব্যাখ্যা চেয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিয়ম কঠোরভাবে মানার নির্দেশ দিয়েছে।

আরেকটি তদন্তে, ফ্লাইট ক্রুর বিশ্রাম ও লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে রেস্ট পিরিয়ড কম থাকা সত্ত্বেও ক্রুদের ফ্লাইটে মোতায়েন করা হয়েছে। এই গাফিলতির জন্য ডিজিসিএ দায়ী কর্মকর্তাদের অপারেশনাল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে, তাদের নন-অপারেশনাল দায়িত্বে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

ডিজিসিএ এয়ার ইন্ডিয়ার ক্রু শিডিউলিং, কমপ্লায়েন্স মনিটরিং ও অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতার অভাব নিয়ে তীব্র অসন্তোষ জানিয়েছে। সংস্থা বলেছে, এ ধরনের সিস্টেমেটিক ব্যর্থতা শুধুমাত্র নিয়ম লঙ্ঘন নয়, যাত্রী নিরাপত্তার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

যদিও সামগ্রিকভাবে এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়েছে, তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যেমন, সময় মেনে বিমান চলাচল নিয়ে ৪৮ শতাংশ যাত্রী অসন্তুষ্ট, যেখানে ২০২৪ সালে এই হার ছিল ৬৯ শতাংশ। এছাড়া, কর্মীদের আচরণ নিয়ে অভিযোগও কমেছে — ২০২৪ সালে যেখানে ৩৮ শতাংশ যাত্রী স্টাফদের ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, ২০২৫ সালে তা নেমে এসেছে ৩১ শতাংশে।

নারী সুরক্ষায় অরুণাচলের নতুন পদক্ষেপ — ইটানগরে ৭টি 'পিঙ্ক প্যাট্রোল' ভ্যান উদ্বোধন

ইটানগর, ২১ জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫ উদযাপনের দিনে অরুণাচল প্রদেশ সরকার নারীদের নিরাপত্তা জোরদারে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মামা নাটুং ইটানগরে ৭টি 'পিঙ্ক প্যাট্রোল' পিসিআর ভ্যানের শুভ উদ্বোধন করেন। এই বিশেষ নিরাপত্তা যানবাহনগুলিতে থাকছে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ও নজরদারি ক্যামেরা, যা দ্রুত সাড়া দেওয়া, নজরদারি এবং অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই ভ্যানগুলো শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত মহিলা পুলিশ অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং মূলত সেইসব এলাকায় মোতায়েন থাকবে যেখানে নারীদের চলাচল বেশি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মামা নাটুং বলেন, এই উদ্যোগ রাজ্য সরকারের নারী ও শিশু সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। তিনি জানান, প্রযুক্তিনির্ভর এই পদ্ধতির মাধ্যমে নারীদের আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তা বোধ আরও জোরদার হবে। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক বৃহৎ যোগ সেশনের সঙ্গে, যেখানে মন্ত্রী নাটুং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রোইংয়ের বিধায়ক ও উপদেষ্টা মুচু মিথি, রাজ্যের পুলিশ মহাপরিদর্শক আনন্দ মোহন, পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ, এবং বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয় ও পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার-এর ছাত্রছাত্রীরা। এই উপলক্ষে মন্ত্রী নাটুং বলেন, "যোগ মানসিক স্বচ্ছতা, ভারসাম্য ও স্থায়ী সুস্থতার পথ। যুব সমাজকে প্রতিদিনের জীবনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।" তিনি রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। যোগ দিবস ও নারী সুরক্ষার এই যুগপৎ উদ্যোগ একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়যেখানে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার জন্য সম্মিলিত সচেতনতা গড়ে তোলা হচ্ছে।

অরুণাচল প্রদেশে সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে উঠলো যোগ — শহর, উপত্যকা, ও গির্জায় উদযাপন

ইটানগর, ২১ জুন: ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে অরুণাচল প্রদেশে উদযাপিত হলো এক অভূতপূর্ব সংহতির চিত্র। "ওয়ান আর্থ, ওয়ান হেলথ" থিমকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রতিটি কোণ থেকেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পবিত্র মঠ, সেনা ক্যাম্প ও প্রাণবন্ত গ্রামাঞ্চলসবখানেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যোগাভ্যাসে অংশ নেয়।

এই দিবসটি উদযাপন করতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় বিশাল যোগ শিবির, বক্তব্য ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির। অংশগ্রহণ করেন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে.টি. পরনাইক (অবঃ), উপ-মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন, স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিয়ুরাম ওয়াহগে ও মন্ত্রী পাসাং দর্জি সোনা সহ বহু মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, আয়ুষ মন্ত্রণালয়, আর্ট অফ লিভিং ও আঞ্চলিক আয়ুর্বেদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে ইটানগরের ৬ কিলো এলাকায় এক বৃহৎ যোগ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিয়ুরাম ওয়াহগে, শিক্ষা মন্ত্রী পাসাং দর্জি সোনা ও সচিব বিবেক এইচ.পি। স্কুল ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকরাও যোগ দেন এই শিবিরে। এদিন "বসুধৈব কুটুম্বকম" দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায় কর্মসূচিতে।

নামসাইয়ের ঐতিহাসিক কংমু খাম (গোল্ডেন প্যাগোডা) প্রাঙ্গণে ৪ মাদ্রাজ রেজিমেন্ট ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত যোগ সেশনে অংশ নেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন ও নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী দাসাংলু পুল। চৌনা মেইন বলেন, "যোগ মানসিক ও শারীরিক স্থিতি আনে এবং আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রাচীন এই ধ্যান ও সাধনার স্থান পাকা করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদী।"

ইটানগরের রাজভবনে রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল পরনাইক-এর নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন এনসিসি ক্যাডেট, আইটিবিপি কর্মী, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তিনি বলেন, "যোগ আমাদের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও পরিবেশ সচেতনতার চর্চা শেখায়।" এই উপলক্ষে তিনি একটি বুকলেট উন্মোচন করেন" যোগা ফর কমন হেলথ চ্যালেঞ্জেস"।

পশ্চিম কামেং জেলার রূপা-র নিকটে অবস্থিত চিলিপাম মঠে আয়োজিত হয় এক অনন্য যোগ সেশন। স্থানীয় বিধায়ক তেতন চোম্বে, ভিক্ষুগণ, ক্ষক্সাঞ্চ নেতৃবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন। এই মনোরম পরিবেশে হরি নারায়ণ ঠাকুরের পরিচালনায় সম্পন্ন হয় অনুষ্ঠান, যার আয়োজনে ছিলেন সাধারণ প্রশাসন, বিজেপি রূপা মণ্ডল ও জেডপিসি কারমা দর্জি থোংদক।

তাওয়াং জেলার গ্যালওয়া তেওয়াং গ্যাতসো হাই অল্টিচিউড স্টেডিয়ামে এক বিশাল যোগ অনুষ্ঠান আয়োজন করে জেলা প্রশাসন, ছাত্র-ছাত্রী ও বিজেপি সদস্যরা। এই অনুষ্ঠান পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতাকে একসাথে তুলে ধরে, "এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য"-এর বার্তা ছড়িয়ে দেয় উচ্চভূমি অঞ্চলেও।

যোগ দিবসের একদিন আগে, জুন ২০ তারিখে হিমালয়ান ইউনিভার্সিটি, ইটানগরে একটি বিশেষ কর্মসূচি পালন করে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। উদ্বোধনী ভাষণ দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকাশ দিবাকরণ। একটি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যা যোগ ও পরিবেশ রক্ষার প্রতীকী মিলনের প্রতিফলন ছিল।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেডএসআই-এর সায়েন্টিস্ট-ই ইলোনা খারকোঙর, সায়েন্টিস্ট-ডি ড. তেমজেনমোংলা, রেজিস্ট্রার বিজয় ত্রিপাঠি ও বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপ জাতীয় উদ্যোগের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি ও পরিবেশ-সহায়ক সুস্বাস্থ্য গঠনের লক্ষ্যে দৃঢ় অবস্থানকে তুলে ধরে।

আইজল: সবজি বিক্রেতাদের বিক্ষোভ, পৌর সংস্থা ভাঙার দাবি

আইজল, ২১ জুন: মিজোরামের রাজধানী আইজলের ট্রেজারি স্কয়ারে আজ সবজি বিক্রেতা ও কৃষকদের এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আইজল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর বিরুদ্ধে 'অন্যায় আচরণ' ও 'জীবিকার ওপর বাধা' দেওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁরা এই প্রতিবাদ জানান।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, সপ্তাহে মাত্র একদিন তাঁদের সবজি বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই দিনেও তাঁদের জায়গা থেকে জোর করে তুলে দেওয়া হয়। অনেক সময় তাঁদের সবজি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার ফলে তাঁদের মারাত্মক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কৃষক ও হকাররা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পৌর কর্পোরেশন গরিব ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করছে। তাঁরা আইজল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন -কে ভেঙে দেওয়ার দাবি তোলেন এবং বলেন, এই সংস্থা 'গরিব-বিরোধী নীতি' গ্রহণ করেছে।

আইআইটি মাদ্রাজ রিসার্চ পার্কে সফলভাবে সম্পন্ন হলো টেলিকম টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড সিম্পোজিয়াম ২০২৫

চেন্নাই, ২১ জুন ২০২৫: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ টেলিকম বিভাগ এর উদ্যোগে টেলিকম টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড সিম্পোজিয়াম ২০২৫ সফলভাবে সম্পন্ন হলো ১৯ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত আইআইটি মাদ্রাজ রিসার্চ পার্কে। তিন দিনব্যাপী এই সিম্পোজিয়ামে গবেষক, শিল্প প্রতিনিধি, এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং গবেষণাভিত্তিক উদ্ভাবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ গড়ে ওঠে।

এই সিম্পোজিয়ামে ৫০০-রও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন টিটিডিএফ দ্বারা অর্থায়িত চলমান প্রকল্পগুলির মুখ্য গবেষক, টেলিকম বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক, ভারত ৬জি অ্যালায়েন্স, টিএসডিএসআই, সি-ডট, সিওএআই ও দেশের প্রথম সারির টেলিকম কোম্পানির প্রতিনিধিরা। টেলিকম সচিব ড. নীরজ মিত্তাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং ভারতীয় টেলিকম খাতে আত্মনির্ভরতা, স্বদেশী গবেষণা ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি "আত্মনির্ভর ভারত" এবং "জয় অনুসন্ধান"-এর লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সিম্পোজিয়ামে প্রায় ১২০টি অনুমোদিত টিটিডিএফ প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ছিল ৬জি, কোয়ান্টাম যোগাযোগ, এআই/এমএল ভিত্তিক আইওটি, নন-টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক, রিকনফিগারেবল ইন্টেলিজেন্ট সারফেস , এবং নিরাপদ টেলিকম প্ল্যাটফর্মের উপর গবেষণা। প্রকল্প পরিচালনার কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক নিয়ে ডট আধিকারিকদের সঙ্গে আলাদা আলাদা সেশন অনুষ্ঠিত হয়। মেন্টরদের উপস্থাপনার মাধ্যমে আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয়, জ্ঞান ভাগাভাগি এবং অবকাঠামো ও ক্রয়ের সম্ভাব্য চাহিদা চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও, মাল্টি-কোর ফাইবার টেস্টিং ফ্যাসিলিটির প্রস্তুতি প্রদর্শন করা হয়, যা এখন থেকে একাডেমিয়া ও শিল্পখাতে উন্নত গবেষণা, টেস্টিং এবং উদ্ভাবনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে।

২১ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে টিটিডিএফ এবং এসআরআই বিভাগের ডিডিজি-সহ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ডট আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে তিন দিনব্যাপী আলোচনার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়, যেখানে উদ্ভাবনকে আইপিআর -এ রূপান্তর, উপকারভোগীদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা, গবেষণার ফল ব্যবহারের কৌশল ও প্রকল্পগুলির বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিম্পোজিয়ামে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আগামী দিনে দেশের টেলিকম গবেষণা ও উদ্ভাবনকে গতি দেবে এবং তার সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিরাংয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম অত্যাধুনিক সংশোধনাগার উদ্বোধন করলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী

কাজলগাঁও, ২১ জুন — আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ চিরাং জেলার কাজলগাঁওয়ে নবনির্মিত জেলা কারাগার উদ্বোধন করেছেন। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ আধুনিক সংশোধনাগার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পুনর্বাসন এবং মানবিক কারাবাসের উপর গুরুত্ব দিয়ে নির্মিত এই অত্যাধুনিক কারাগারটি আসামের কারা পরিকাঠামোয় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা সমন্বিত এই অত্যাধুনিক স্থাপনাটি ৬৩৬ জন বন্দী ধারণে সক্ষম, যার মধ্যে বিচারাধীন বন্দী এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামী উভয়ই রয়েছে।

আঞ্চলিক প্রচলিত কারাগারগুলো থেকে চিরাং জেলা কারাগারকে আলাদা করেছে এর বিশেষ কোয়ারেন্টাইন জোন, যা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রোটোকল কঠোরভাবে বজায় রাখতে সহায়তা করবে। এর পরিকাঠামো শাস্তিমূলক পদ্ধতির পরিবর্তে একটি সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

এই কমপ্লেক্সে পুরুষ ও মহিলা বন্দীদের জন্য পৃথক আধুনিক চিকিৎসা ইউনিট, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শ্রেণীকক্ষের স্থান এবং একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার রয়েছে। এই সমস্ত সুবিধাগুলি সংস্কার, আত্ম-উন্নয়ন এবং সমাজে পুনঃএকত্রীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা সংশোধনমূলক সুবিধাগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং বন্দী যত্ন ও পুনর্বাসনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সেগুলোকে সারিবদ্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'এটি কেবল একটি কারাগার নয়, এটি রূপান্তরের একটি কেন্দ্র।'

রংখনে নতুন কমিউনিটি হল উদ্বোধন করলেন মেঘালয়ের বিধানসভা স্পিকার থমাস এ. সাংমা

তুরা, ২১ জুন: মেঘালয় বিধানসভার স্পিকার ও নর্থ তুরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক থমাস এ. সাংমা আজ ৫০ নম্বর নর্থ তুরা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উপর রংখন এলাকায় একটি নতুনভাবে নির্মিত কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উন্নয়ন তহবিল এবং স্পেশাল আরবান ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল পিপল"স ইয়ুথ ফ্রন্ট-এর জাতীয় সম্পাদক দাবো এম. মারাক, উপর রংখন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্থানীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ জনগণ।

মণিপুরে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৪ সক্রিয় ক্যাডার গ্রেফতার, চূড়াচাঁদপুর ও কাংপোকপিতে বন্ধে অচল জনজীবন

ইমফল, ২১ জুন: মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী ধারাবাহিক অভিযানে গত দুই দিনে চারজন সক্রিয় জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে, যারা বিভিন্ন নিষিদ্ধ বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯ জুন, জিরিবাম জেলার কামরাঙ্গা গ্রামে একটি নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এনএসসিএন সংগঠনের সক্রিয় ক্যাডার গেইসিংলুং মেইরিংমেই ওরফে রোনাল্ড (৪৬)-কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি নোনি জেলার নুংবা থানার অন্তর্গত মুক্তি সামজাং গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি গুহ-৩৭ সড়কে একাধিক অপহরণ ও চাঁদাবাজির ঘটনায় জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, একটি পাওয়ার ব্যাঙ্ক ও একটি সাইড ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে।

একই দিনে টেংনৌপাল জেলার মোরে থানার অধীন সীমান্ত স্তম্ভ নম্বর ৭৫ ও ৭৪-এর মধ্যবর্তী এলাকা থেকে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রোপাক ও পিএলএ সংগঠনের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

ধৃতরা হলেন নামব্রাম তাবা নুংশি ওরফে সিন্থোইবা (১৯), চূড়াচাঁদপুর জেলার এনগুতে রোডের বাসিন্দা, যিনি প্রোপাক-এর সদস্য; এবং থৌনাওজাম অ্যান্টনি সিং (২৮), জিরিবাম জেলার কদমতলার বাসিন্দা, পিএলএ-র সদস্য।

এরপর ২০ জুন, কাকচিং জেলার কাকচিং তুরেল ওয়াংমা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরোপিএফ/পিএলএ-র আরও একজন সক্রিয় সদস্য নাওরেম সুরজিৎ সিং (৪৯)-কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার নিংথৌ পারেং-এর বাসিন্দা। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়।

এদিকে, চূড়াচাঁদপুর ও কাংপোকপি জেলায় কিছু সংগঠনের ডাকা একদিনের বন্ধের কারণে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। রাস্তায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং দোকানপাট আংশিকভাবে বন্ধ থাকে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে। এখন পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর এই সক্রিয় অভিযান রাজ্যে শান্তি ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

শনিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিক পুলিশ তিন বাইক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়।

খোয়াইয়ের বনকরে মধুচক্রে পুলিশের হানা, আটক যুবতী, পলাতক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ জুন : খোয়াই শহরে নেশার রমরমার পাশাপাশি এবার দেহ ব্যবসার অভিযোগও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শনিবার দিনে-দুপুরে খোয়াই থানাধীন বনকর এলাকায় একটি বাড়িতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় খোয়াই থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক যুবতীকে আটক করা হলেও, দুই যুবক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই বনকর এলাকার ওই বাড়িতে অনৈতিক কার্যকলাপ চলার অভিযোগ আসছিল। আজ দুপুরে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই দুই যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু ঘরে থাকা যুবতীকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এই ঘটনায় শহর জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শহরের বুকে দিনে-দুপুরে এই ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ চলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

আটক যুবতীকে খোয়াই থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই মধুচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং পলাতক যুবকদের পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পলাতকদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রস্তাবিত ৫১ পিঠের জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা, রাস্তা অবরোধ

আগরতলা, ২১ জুন : প্রস্তাবিত ৫১ পিঠের জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উদয়পুরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারের তরফ থেকে উচ্ছেদ অভিযানের আগে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি। তাই অতিসত্বর তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এরই প্রতিবাদে আজ উদয়পুর পলিটেকনিক সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ব্যবসায়ীরা। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, উদয়পুর — অমরপুর সড়কে বনদুয়ার এলাকায় বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা প্রায় একশত পরিবার জায়গা দখল করে টিনের ছাউনি বা বাঁশের ছাউনি দিয়ে দখল করে দোকান ভিটে দিয়ে কাজ শুরু করেছে। যারা দখল করেছে তাদের বক্তব্য যে বাংলাদেশিরা জায়গা দখল করে বাড়ি ঘর তৈরি করেছে তাদের তুলে না দিলে তারাও দখল করা জায়গা ছাড়বে না। আর ইতিমধ্যে গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার গভীর রাতে তাদের দখল করা জায়গা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগে শনিবার সকাল থেকে জনগন অমরপুর — উদয়পুরের বনদুয়ার রাস্তা অবরোধ করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারের তরফ থেকে উচ্ছেদ অভিযানের আগে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি। তাই অতিসত্বর তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এরই প্রতিবাদে আজ উদয়পুর পলিটেকনিক সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ব্যবসায়ীরা।

গন্ডাছড়ায় আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত

আগরতলা, ২১ জুন : শনিবার দিনটি ছিল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে পরিচিত। প্রতি বছরের ওই তারিখে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে। এবারো ওই দিনটিকে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করা হয়। ডুম্বুরনগর ব্লক এবং গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে শনিবার মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনে। শনিবারের ওই যোগা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং, সমাজ সেবক ধন্যমানিক ত্রিপুরা, সমাজসেবক চরণবাসী ত্রিপুরা, দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল খজেন্দ্র ত্রিপুরা এবং সজল মল্লিক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক থাইসা মগ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের ডেপুটেশন: নিয়মিতকরণের দাবিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ

আগরতলা, ২১ জুন : ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছে। ২০০৬-০৭ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০০৬-০৭ সালে রাজ্য বিধানসভায় তৎকালীন সরকার ঘোষণা করেছিল যে, অনিয়মিত কর্মচারীরা ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ করার পর নিয়মিত হবেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ২০০৩ সালের পূর্বে অর্থ দপ্তরের অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের ১০ বছর পর নিয়মিত করা হবে।

পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তের কিছুটা সংশোধন করে জানানো হয় যে, ২০০৩ সালের পরেও যারা নিযুক্ত হয়েছেন, তারাও ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ করার পর নিয়মিত হবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে অনিয়মিত কর্মচারীদের একাংশকে নিয়মিত করা হয়েছিল।

তবে, এর বাইরে একটি বিরাট অংশ এই সিদ্ধান্তের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত হননি। ২০১৮ সালের ৩১শে জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে অর্থ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিভিন্ন স্তরের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সমস্ত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দেয়।

ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে- বকেয়া অনিয়মিত কর্মচারীদের অবিলম্বে নিয়মিত করা, নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন প্রদান, অবসরে যাওয়া অনিয়মিত কর্মীদের এককালীন ১ লক্ষ টাকা প্রদান।

জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদানের মাধ্যমে মঞ্চ তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছে এবং দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছে। এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে বহু অনিয়মিত কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াইতে বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যু, সৎকার আটকে তদন্ত শুরু পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ জুন : খোয়াই বাগান পঞ্চায়েত এলাকায় এক সত্তরোর্ধ মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার এটিকে আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও, পুলিশকে খবর না দিয়েই তড়িঘড়ি দেহ সৎকার করতে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় কর্মরত সাংবাদিকদের বাধায় সেই প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং খুনের সন্দেহ দানা বাঁধছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বাগান পঞ্চায়েত এলাকায় প্রিয়মণি নামে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধার মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীরা ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম অনুযায়ী পুলিশকে খবর না দিয়েই গোপনে দেহ দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

বিষয়টি স্থানীয় সাংবাদিকদের নজরে আসতেই তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকরা শ্মশানে যাওয়ার পথে মৃতদেহ আটকান এবং কেন পুলিশকে জানানো হয়নি, সেই প্রশ্ন তোলেন। অবশেষে সাংবাদিকরাই খোয়াই থানায় খবর দেন। কেন পুলিশকে না জানিয়ে দেহ সৎকার করার চেষ্টা হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় ১১তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২১ জুন : সারা রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়ও আজ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন করা হয়। তেলিয়ামুড়ার রামঠাকুর আশ্রমের নাট মন্দিরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, যোগা ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। শারিরীক, মানসিক এবং আত্মিক সুস্থতার জন্য নিয়মিত যোগাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার সকল স্তরের মানুষকে যোগা চর্চায় উৎসাহিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্মল সেভিংস দপ্তরের অধিকর্তা রাখী বিশ্বাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এ কে চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া ব্লকের ভারপ্রাপ্ত বিডিও প্রশান্ত চক্রবর্তী, ক্রীড়া আধিকারিক ধরনী দাস প্রমুখ। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, কর্মচারিবৃন্দ সহ জনপ্রতিনিধিগণ যোগা ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি তেলিয়ামুড়া থানা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে রামঠাকুর আশ্রমে গিয়ে শেষ হয়।

গন্ডাছড়ায় বিভিন্ন দল ছেড়ে আইপিএফটিতে যোগদান

আগরতলা, ২১ জুন : এগিয়ে আসছে টিটিএএডিসি নির্বাচন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি চলছে দল বদলের কর্মসূচি। শনিবার গন্ডাছড়ায় বিভিন্ন দল ছেড়ে একঝাঁক কর্মী সমর্থক মহকুমার আইপিএফটি দলে যোগদান করেন। দলীয় সূত্রে জানান গন্ডাছড়া মহকুমার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের কালাঝারি এডিসি ভিলেজের থানারাই পাড়ায় আইপিএফটি দলের আহ্বানে একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কালাঝারি অঞ্চল কমিটির সভাপতি প্রহ্লাদ রিয়াং, ডিভিশন্যাল কমিটির সহ -সভাপতি কৃপাজয় রিয়াং, নারী সংগঠনের সভানেত্রী সুবীলতা ত্রিপুরা এবং ডিভিশন্যাল কমিটির সভাপতি চরণবাসী ত্রিপুরা। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বক্তারা। উক্ত সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪পরিবারের মোট ৪০ জন ভোটার আইপিএফটি দলে সামিল হন। আইপিএফটি দলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে নবাগতদের দলে বরণ করে নেন উপস্থিত দলীয় নেতৃত্বরা।

৯ লাখের ফেন্সিডিল উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু পার ফাইনি শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

নেশা গুলি সঙ্গে গাড়ির চালককে গ্রেফতার হয় চালকের নাম বাপি দাস বাড়ি আগরতলা জিবি ৭৯ টিলা।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে

● প্রথম পাতার পর

পাঠ্য বই মিলেনি, ইত্যাদি নানা প্রকার সমস্যায় জর্জরিত বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে একজন মাত্র ইংরেজি শিক্ষিকা, তাকেও বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে যে শিক্ষক এখানে আসার কথা, তিনি এখনো আসেননি। তাতে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে পড়ছে ছাত্রীরা।

তাদের দাবি, ইংরেজি শিক্ষককে বদলি করা যাবে না। কারণ, তাদের পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এরই প্রতিবাদে আজ সোনামুড়া শহরের মূল সড়কে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেছে সোনামুড়া নবদ্বীপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে।

এদিলে, খবর পেয়ে পুলিশ এবং বিদ্যালয়ের পরিদর্শক। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং শিক্ষক বদলির বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ মুক্ত করে দেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

যোগাভ্যাসেই মাদকমুক্ত

● প্রথম পাতার পর

আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন, যা থেকে মুক্তির উপায় যোগ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর চিন্তা আজ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ মেনে নিয়েছে। যুব সমাজের উচিত যোগকে গ্রহণ করা।"

ত্রিপুরার প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, "মাদকই রাজ্যের বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের একজোট হয়ে নিয়মিত যোগাভ্যাস করতে হবে, তাহলেই আমরা মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে পারব।"

প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঘটনার খোঁজখবর নেয়।

পঞ্চায়েত কার্যালয় তালা দেওয়ার ফলে পঞ্চায়েতে কর্মরত সরকারি কর্মচারীরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকে এবং সড়ক অবরোধের ফলে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে রাস্তায়। ঘটনাস্থলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধানকে"ও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়ার ডি.সি.এম এবং তেলিয়াপাড়া পুলিশ, শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত ডি.সি.এম-এর আশ্বাসে পথ অবরোধ এবং তালামুক্ত হয় পঞ্চায়েত কার্যালয়।

বিশ্বকে একত্র

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যোগ পোর্টাল ও যোগন্ধ্র পোর্টালে এক মিলিয়নের বেশি ইভেন্ট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। যোগকে একটি গ্লোবাল স্বাস্থ্য মডেলে রূপান্তরের অংশ হিসেবে তিনি ই-আয়ুস ভিসা চালুর ঘোষণা দেন।

তিনি জানান, 'মন কি বাত'-এ তিনি তেল ব্যবহার ১০ শতাংশ কমানোর চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন এবং সকলকে এই উদ্যোগে অংশ নিতে আহ্বান জানান। তেল কম খাওয়া, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য এড়ানো এবং নিয়মিত যোগচর্চা হল সুস্থ জীবনের মূল চাবিকাঠি।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, যোগকে একটি জন আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের দিন শুরু করবেন যোগ দিয়ে এবং প্রতিটি সমাজ চাপমুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। তাঁর আবেদন, যোগ হোক সেই সুতোর মতো, যা গোটা মানবজাতিকে বেঁধে রাখে। 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ' হোক এক বৈশ্বিক সংকল্প।"

এদিন যোগ উদযাপনে উপস্থিত অংশ নিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আবদুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইড়ু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামমোহন নাইডু, ডঃ চন্দ্রশেখর পেন্মাসানি, জাধব প্রতাপরাও গনপত্রাও, ভূপতি রাজু শ্রীনিবাস বর্মা প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

নিজেকে নিজের সঙ্গে পরিচিত

● প্রথম পাতার পর

সমর্থন করে। তাই ২০১৫ সাল থেকে আজকের এই দিন ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যোগব্যায়াম নিজেকে নিজের সাথে পরিচিত হওয়ার সর্বোচ্চ পথ। এরমাধ্যমে সৃষ্টি সুস্থ দেহ ও মন, উৎকৃষ্ট মানব জীবন গঠনে সহায়ক। নিয়মিত যোগ অভ্যাস শরীর ও মনের সমস্ত ধরণের ক্লান্তি, অবসাদ দূর করতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। আজ সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অনুসরণ করেছে। আমেরিকা, চীনের মতো দেশেও আজ যোগব্যায়াম শিক্ষা প্রদান কেন্দ্র রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এইচ.আই.ভি. এইডস রোগ বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখ্য, এবারকার যোগা দিবসের মূল ভাবনা হলো "যোগা ফর ওয়ান আর্থ, ওয়ান হেলথ"।

মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমানে মোবাইল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই সময় করে যোগব্যায়াম চর্চা করা উচিত। এরফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, আজ প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সদর সহ ব্লক পর্যায়েও আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হচ্ছে। আইকনিক সেন্টার হিসেবে শৈবতীর্থ ঊনকোটি এবং নীরমহলে যোগা দিবস পালনের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, যোগব্যায়াম হলো ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপহার। যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। রাজ্যে যোগব্যায়াম চর্চাকে আরও ত্বরান্বিত করতে যোগা পার্ক স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুল প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে রাজ্যভিত্তিক যোগা কেন্দ্র গড়া হবে। এখানে প্রতিদিন নিয়ম করে যোগব্যায়াম শেখানো হবে।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেন, আজকের এই দিনটি উপলক্ষ্যে যোগব্যায়াম ছাড়াও এক সপ্তাহব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান, রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণের মতো কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ যোগব্যায়াম বিভাগে জাতীয়স্তরে পুরস্কার প্রাপক ৬ জনকে সংবর্ধিত করেন। এছাড়াও অতিথিগণ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। উল্লেখ্য, রক্তদান শিবিরে মোট ৬৫ জন রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী ও অধিকর্তা এস, বি. নাথ এবং পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার।

এইচআইভি প্রতিরোধে

● প্রথম পাতার পর

তরান্বিত করবে, যার ফলে কঠোর নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এসআরএ) সমর্থন পেলে বিভিন্ন দেশের জাতীয় অনুমোদন সহজ হবে এবং গ্লোবাল ফান্ডের মতো দাতব্য সংস্থাগুলির মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে।

এছাড়াও, ডব্লিউএইচও ইউরোপীয় মেডিসিনস এজেন্সি (ইএমএ)-র সঙ্গে যৌথভাবে সকলের জন্য ঔষুধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব দেশ লেনাক্যাপাভির গ্রহণ করতে আগ্রহী, সেখানে নিয়ন্ত্রক অনুমোদন সহজ করতে কাজ করছে।

গণবন্টনে ডাল

● প্রথম পাতার পর

মিলস-এর অনিয়মের কারণে চালকদেরও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার।" তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানান, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

স্টোর কিপারের প্রতিক্রিয়া চুরাইবাড়ি ফুড গোডাউনের স্টোর কিপার অচিন্ত্য পাল জানান, "৮৩৪টি বস্তায় মোট ২৫ মেট্রিকটন ২০ কেজি ডাল এসেছে, যার প্রায় অর্ধেক বস্তাতেই ডাল কম ছিল।বিল প্রস্তুতের সময় যত কেজি ডাল কম পাব, ততটাই উল্লেখ করব। এটি একটি বড় ধরনের গাফলা। অবিলম্বে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, "যদি লেবাররা সতর্কতা না দেখাতেন, তাহলে এই দুর্নীতি ধরা পড়ত না।" তাদের দাবি, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে মহাবীর ডাল মিলস প্রাইভেট লিমিটেড সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক এবং আইন অনুযায়ী কড়া শাস্তি দেওয়া হোক।

ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর ও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্টরা বলছেনএমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে গণবন্টন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাবে জনগণ।

আশিস দাস হত্যাকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর থেকে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্ষুব্ধ জনতা পাঁচটি গাড়িসহ একটি পাশের পরিত্যক্ত ঘর আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার উপর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির জল শেষ হয়ে গেলে আশপাশ এলাকায় জলের ব্যবস্থা না থাকায় আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। কিভাবে কারা আগুন লাগিয়েছে এব্যাপারে গ্রামের মানুষ কেউ মুখ খুলতে চায় নি।

এক ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ৩টি টিপার, ১টি ডজার,১ মালবাহী বলেরো মিনি ট্রাক আগুনে পুড়ে যায়। এখানে জলের ব্যবস্থা নেই। আগুন নেভাতে কষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮০/৯০ লক্ষ টাকার উপর। এদিকে, আশিসের বাড়ির অবস্থা করুন দশায় পরিনত হয়েছে।

সুদীপের উপস্থিতে

● প্রথম পাতার পর

পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। তাই, বিজেপি কর্মীদের সাথে যখন কংগ্রেস কর্মীদের ধবস্তাধবস্তি শুরু হয়, পুলিশ তখন বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করেছে। পুলিশের রুদ্রমূর্তি দেখে লাঠির ঘা খেয়ে বিজেপি কর্মীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

সুদীপের দাবি, মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়কের অনুগামীরা আজ কংগ্রেসের সভায় উপস্থিত হয়ে উত্তপ্ত শ্লোগান দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, আমরাও দমে যাইনি। অবশ্যই আজ পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। এজন্যই বিজেপির গুন্ডা বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সুদীপ বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি ছাড়া কি আর কোনো রাজনৈতিক দল থাকবে না? আজকের ঘটনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কংগ্রেসের অভিযোগ, সভা চলাকালীনই একদল উশৃঙ্খল যুবক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে। এর পরেই বিজেপি আশ্রিত যুবকদের একটি দল সভায় প্রবেশ করে হামলা চালায়। সুদীপ রায় বর্মনের বক্তব্য চলাকালীনই এই আক্রমণ শুরু হয়। কংগ্রেস কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে দুই পক্ষের সংঘর্ষে প্রায় ১৫-১৬ জন আহত হন।

ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে পুলিশের আগমনের আগেই কংগ্রেস কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। হামলাকারীরা একটি কংগ্রেস কর্মীর টিআর০৩২জে০৩০০ নম্বরের গাড়ি ভাঙচুরও করেছে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে উদয়পুর জেলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিলন কর এবং উদয়পুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল বলেন, "বিজেপি আজ সকাল থেকেই এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল। যারা সভায় যোগ দেবে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় প্রায় ৫০-৬০ জন বিজেপি কর্মী এই হামলা চালায়।"

আহতদের দেখতে টিটন পাল ও মিলন কর টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে ছুটে যান। তাঁরা জানান, দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে কংগ্রেস আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে।

অন্যদিকে, ঘটনার পর মাতাবাড়ি মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি বিশ্বজিৎ মারাক ও গোমতী জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক উত্তম দে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে। বরং কংগ্রেস কর্মীদের আক্রমণে বিজেপির সাত-আটজন কর্মী আহত হয়েছেন। কংগ্রেস জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।"

ঘটনাস্থলে উত্তেজনা এখনও বজায় থাকলেও, পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এদিকে, বিরোধী দলনেতার পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে ওই ঘটনায় আজ গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ ফের একবার প্রকাশ্য দিবালোকে, বিজেপি আশ্রিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দুষ্কৃতীরা উদয়পুরের দাতারাম এলাকায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আইনসঙ্গত কর্মসূচিতে হামলার চেষ্টা চালিয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, গোমতি জেলার অন্তর্গত ওই অঞ্চলে বহু পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতিতেই কংগ্রেসের সভায় হামলা চালাতে উদ্যত হয় দুষ্কৃতীরা। ওই সভায় রাজ্যের প্রবীণ রাজনীতিক ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বক্তব্য রাখছিলেন।

বিবৃতিতে বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, এই ধরনের বারবার ঘটমান ঘটনা বিজেপির জনবিচ্ছিন্নতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। রাজ্যজুড়ে বিজেপির অপশাসনের ফলে তাদের দলীয় স্তরে হতাশা ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেই হতাশা থেকেই তারা সন্ত্রাস, ভয় প্রদর্শন এবং অবৈধ পন্থায় বিরোধীদের দমন করার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, আমি এই গণতান্ত্রিক অধিকার ও সার্বিকভাবে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যাতে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং রাজ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা যায়।

এদিকে, ঘটনার জেরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং বিরোধী দল এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে অভিহিত করেছে। জানা গেছে, উদয়পুর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা কর্মীদের। তাঁরা হলেন মিলন কর, পিয়াস মিয়া, প্রিতম বৈদ্য, আব্দুল কাদের ও তপন নম দাস।

ধর্মনগরে ক্যাপাসিটি

● আটের পাতার পর

সোসাইটি অনুমোদিত ধর্মনগর ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অন ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস।

এই ওয়ার্কশপের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ তথা কাছার ক্যান্সার হসপিটালের চিকিৎসক ডাক্তার রবি কান্নান। তাছাড়া ওয়ার্কশপে কাছার ক্যান্সার হসপিটাল থেকে আগত বিভিন্ন চিকিৎসকগণ ক্যান্সারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন জনসমক্ষে। বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে ধর্মনগর বাসীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

উইমেন্স কলেজে

● আটের পাতার পর

ও যোগা কিভাবে মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আলোচনা করেন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য ঊ সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শারীর শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক জয়দিপ তলাপাত্র ঊ এদিন এই উপলক্ষে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা কলেজ প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ ও করেন ।

হেরোইন সহ

● আটের পাতার পর

মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হবে। সে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে সালমান হোসেন নামে এক যুবকের কাছ থেকে ৫২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বাজারমূল্য আনুমানিক সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানা গিয়েছে আরও জানা গিয়েছে, আগরতলা যাওয়ার জন্য সে রেল স্টেশনে যাচ্ছিলেন সালমান। তাঁর বাড়ি ধর্মনগর ভাগ্যপুর গ্রামের দুই নম্বর ওয়ার্ডে। সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

পিছিয়ে থেকে ত্রিবেণীকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক বীরেন্দ্র ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক বীরেন্দ্র ক্লাবের। পরপর তিন ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে বীরেন্দ্র ক্লাব লীগ তালিকায় অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। প্রথম ম্যাচে ঐকতান যুব সংস্থার কাছে তিন-চার গোলে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচেই দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছিল পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে। এরপর আর বীরেন্দ্র ক্লাবকে পেছনে তাকাতে হয় নি। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় ন্যূনতম গোলে মৌচাককে হারিয়ে মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। আজ, শনিবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে বীরেন্দ্র ক্লাব এই মুহূর্তে লীগ তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে।

স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়। খেলার নয় মিনিটের মাথায় বীরেন্দ্র ক্লাবের পল্টু চৌধুরীর গোল, ১৫ মিনিট বাদে ত্রিবেণী সংঘের লাল এঙ্গার ডার্লং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিবেণী সংঘের নিক্সন স্যামুয়েল আরও একটি গোল করে দলকে দুই-একে এগিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণে বীরেন্দ্র ক্লাবের আক্রমণভাগের খেলোয়াররা এতটাই জোরালো আক্রমণ রচনা করে। ১০ মিনিট বাদে ভিক্টর ল্যান্ডিং লীমা গোলটি শোধ করে ফের খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। তবে খেলার একেবারে শেষ দিকে ৪ মিনিটের ব্যবধানে এলটন এবং লালনুই ডার্লং পরপর দুটি গোল করে বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে ব্যবধান ৪-২ করে নেয়। পুরো খেলায় দু দলের চারজনকে রেফারি তাপস দেবনাথ হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা : সন্ধ্যা ছয়টায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

রাজ্য অনূর্ধ-১৩ দাবার আজ সমাপ্তি, শীর্ষে ছয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে ৬ জন দাবাড়ু। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ দাবা প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের শেষে। তার মধ্যে বালক বিভাগে রয়েছে ৪ জন দাবাড়ু। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে দুদিনব্যাপী রাজ্য আসর শুরু হয় শনিবার। এদিন সকালে আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সচিব মিঠু দেবনাথ। বালক বিভাগে আসরে অংশ নেয় ৬৩ জন দাবাড়ু। প্রথম দিনে ৩ রাউন্ডের খেলা হয়। ৩ রাউন্ড শেষে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে শাক্য সিংহ মোদক, আদ্রুষ কর্মকার, পিতাম্বর দেবনাথ এবং মেহেকদ্বীপ গোপ। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রণবিজয় পাল। ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে অন্তরীপ আচারিয়া, রোহিল সাহা, অনিরুদ্ধ মজুমদার, অর্পিত সরকার, অভ্রনীল দে, গণরাজ দেবনাথ, রুদ্রনীল দেবনাথ, শ্রীজন পাল, দীপ্তনীল দেব,অর্ণব দাস, সুরীদ দেবনাথ, ত্রিশনায়ন চক্রবর্তী এবং রৌনক দাস। মোট ৬ রাউন্ডের হবে আসর। বালিকা বিভাগে আসরে অংশ নেয় ১৬ জন দাবাড়ু। আসরের প্রথম দিনে হয় দুই রাউন্ডের খেলা। দুই রাউন্ড শেষে পুরো দুই পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ বালিকা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস এবং অঙ্কিতা সরকার। দেড় পয়েন্ট নিয়ে ওই দুজনের কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছে এস দিলশাদ, নাভিয়া দে, মেঘোজা দাস শর্মা এবং অয়ন্তীকা দেব। রবিবার সকালে তৃতীয় এবং দুপুরে চতুর্থ তথা শেষ রাউন্ডের খেলা হবে।

ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসো-র বার্ষিক সাধারণ সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামীকাল (রবিবার) দুপুর ১২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। এন এস আর সি সি-র কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিতব্য এই সভায় পৌরহিত্য করবেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক। উল্লেখ্য, এবারকার বৈঠকে সর্বভারতীয় স্তরের বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি নরেন্দ্র কুমার নিরওয়ানা উপস্থিত থাকবেন।

তিনি যথারীতি আজ, শনিবার আগরতলায় পৌছুলে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে উনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

অতঃপর রাজ্যে বক্সিংয়ের মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকাঠামো মূলক আলোচনায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভায় ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানকে ভারতের বক্সিং ফেডারেশনের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ত্রিপুরায় বক্সিং উন্নয়নের বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে। রাজ্য সংস্থার সকল সদস্যদের পাশাপাশি জেলা স্তরের বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের দুইজন করে প্রতিনিধি যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি সমীর সাহা এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যের সর্বত্র আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়েছে। 'এক পৃথিবী এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগা' এই থিমকে সামনে রেখে গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও বিশেষ করে প্রতিটি জেলা এবং মহকুমায় ১১ তম বিশ্ব যোগা দিবস উদযাপিত হয়েছে। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছে আগরতলার হাঁপানিয়া স্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের প্রদর্শনী হল-এ। রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং রাজ্য আয়ুস মিশনের যৌথ উদ্যোগে শনিবার সকাল সাতটায় মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়িকা মীনারানী সরকার, মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী।

এদিকে ত্রিপুরা যোগা এসোসিয়েশন এবং পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে মেলার মাঠে এগিয়ে চলো সংঘের সামনে থেকে এক রেলি বের করা হয়। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দিব্যেন্দু দত্ত প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সিপাহী জলা জেলাভিত্তিক যোগা প্রদর্শনী হয়েছে নীরমহল প্রাসাদে। এই যোগা প্রদর্শনে রাজ্যের কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল লাল সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে যোগা প্রদর্শনের সূচনা করেন। এই যোগা প্রদর্শনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারত অধিনায়ক হিসাবে প্রথম টেস্টেই শতরান, হজারে-গাওস্কর-কোহলির ক্লাবে ঢুকে পড়লেন গিল

জশ টংয়ের বল কভার দিয়ে চার মেরে হেলমেট খুলে দৌড়লেন শুভমন গিল। তার পর হুঙ্কার ছাড়লেন। দূরে দাঁড়িয়ে তার সাক্ষী থাকলেন জো রুট, বেন স্টোকসেরা। যে ইংল্যান্ডের মাটিতে এর আগে চারটে টেস্টে মাত্র ৮৮ রান করেছিলেন তিনি, সেখানে অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে এল শতরান। দাপট দেখালেন ভারত অধিনায়ক। ১৪০ বলে শতরান করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চান।শুভমন ঢুকে পড়লেন বিজয় হজারে, সুনীল গাওস্কর, বিরাট কোহলির ক্লাবে। এর আগে এই তিন ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে প্রথম টেস্টে শতরান করেছিলেন। ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই অধিনায়ক হিসাবে অপরাজিত ১৬৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন হজারে। ১৯৭৬ সালে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১৬ রান করেছিলেন গাওস্কর। তার পরে দীর্ঘ অপেক্ষা। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝপথে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি টেস্ট থেকে অবসর নিলে অধিনায়ক করা হয় কোহলিকে। প্রথম টেস্টেই ১১৫ রান করেছিলেন তিনি। সেই ক্লাবে ঢুকলেন শুভমন।হেডিংলেতে নামার আগে শুভমন জানিয়েছিলেন, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি না থাকলেও কোনও চিন্তা নেই। তাঁরা জিতবেন। কিন্তু জিততে গেলে তো ভাল খেলতে হবে। সেটাই শুক্রবার দেখা গেল। টস হেরেছিলেন শুভমন। ইংল্যান্ডের মাটিতে শুরুতে ব্যাট করতে হয়েছিল। শুভমন নিজেও জানিয়েছিলেন, টস জিতলে বল করতেন।

তবে টস হারা হয়তো শাপে বর হল। শুরুর এক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর তেমন কিছু করতে পারলেন না বোলারেরা। বল সুইং করল। বেশ কিছু বল ব্যাট ঘেঁষে বার হল। কিন্তু লাগাতার ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারলেন না ইংরেজ বোলারেরা।মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর ব্যাট করতে নামেন শুভমন। তাঁকে দেখে মনে হল, নেটে দু'ঘণ্টা ব্যাটিং করে নেমেছেন। শুরু থেকে আগ্রাসী ক্রিকেট খেললেন। বড় শট খেলতে ভয় পাননি। প্রথম ৩০ রান ১০০-র স্ট্রাইক রেটে করেন তিনি। ৫০ রান করেন মাত্র ৫৫ বলে। মনে হচ্ছিল না, টেস্ট খেলছেন। পেসার থেকে স্পিনার কারও সামনেই সমস্যায় পড়লেন না শুভমন।অর্ধশতরানের পরেও রানের গতি কমাননি শুভমন। তাঁকে আটকানোর জন্য একটা পরিকল্পনা করেছিলেন ইংরেজ বোলারেরা। লেগ সাইডে ছ'জন ফিল্ডার রেখে ক্রমাগত শরীর লক্ষ্য করে শর্ট বল করেছেন। তাতেও শুভমনকে আটকানো যায়নি। কখনও পুল শটে ফাইন লেগের মাথার উপর দিয়ে ছক্কা মেরেছেন। কখনও মিড অন দিয়ে পুল মেরেছেন।

আবার কখনও লেগ সাইডে সরে গিয়ে কভার দিয়ে চার মেরেছেন। তাঁকে কোনও ভাবেই সমস্যায় ফেলতে পারছিলেন না ইংরেজ বোলারেরা। শুভমনের চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বড় রান করে তবেই থামবেন।

শেষ পর্যন্ত টংয়ের বলে কভার অঞ্চলে চার মেরে নিজের শতরান পূর্ণ করলেন শুভমন। ১৫টা চার মেরেছেন তিনি। তার পরে আবার গার্ড নিলেন ভারত অধিনায়ক। মারলেন ইনিংসের প্রথম ছক্কা। দিনের শেষ পর্যন্ত ১২৭ রানে অপরাজিত তিনি। দ্বিতীয় দিন দ্বিশতরানের হাতছানি রয়েছে তাঁর সামনে। এখন দেখার অধিনায়ক হিসাবে প্রথম টেস্টে দ্বিশতরানের নজির তিনি গড়তে পারেন কি না।

হরিয়ানায় জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবায় মিশ্র ফলাফল ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মিশ্র ফলাফল করলো ত্রিপুরার দাবাড়ু-রা। জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। হরিয়ানায় ১১ রাউন্ডের আসর শেষ হয় শনিবার। তাতে বালক বিভাগে ৬ পয়েন্ট পেয়ে ১০৬ তম স্থান দখল করে শুভায়ন দাস। বালক বিভাগে রাজ্যের অপর দাবাড়ু দেবরাজ ভট্টাচার্য সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ১৬১ তম স্থান দখল করে। ওই বিভাগে ১১ রাউন্ডের ১০.৫ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান দখল করে উড়িষ্যার স্বস্তিক সোয়াইন। বালক বিভাগে আসরে অংশ নিয়েছিলো ৩১৮ জন দাবাড়ু। বালিকা বিভাগে ত্রিপুরা তৃষিকা কামারাপু ৬ পয়েন্ট পেয়ে ৭২ তম স্থান দখল করে। রাজ্যের অপর দাবাড়ু অবন্তিকা চক্রবর্তী সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে ৯২ তম স্থান দখল করে। বালিকে বিভাগে মহারাষ্ট্রের গিরিশা প্রসন্ন পাই সাড়ে ১০ পয়েন্ট পেয়ে খেতাব দখল করে। বালিকা বিভাগে মোট অংশ নিয়েছিল ১৭৩ জন দাবাড়ু। এ খবর জানান রাজ্য দলের ম্যানেজার সেন্টু রঞ্জন দাস।

নির্বাচনে লড়বেন না, তবু ভারতীয় ফুটবলের দায়িত্ব নিতে তৈরি

ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিভিন্ন কাজকর্মের বিরুদ্ধে তিনি বার বারই সরব হয়েছেন। শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে আরও এক বার দেশের ফুটবলের দৈন্যদশা নিয়ে সরব হলেন ভাইচুং ভুটিয়া। জানিয়ে দিলেন, নিজে থেকে তিনি নির্বাচনে লড়বেন না। তবে সবাই চাইলে ভারতীয় ফুটবলের দায়িত্ব নিতে আপত্তি নেই তাঁর। পাশাপাশি ফেডারেশনকে 'সার্কাস' বলে তোপ দাগলেন তিনি। নাম না করে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং বাকি কর্মকর্তাদের 'জোকার'ও বলেছেন। সৌদি আরবে গিয়ে কল্যাণ কী করেছেন, তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন ভাইচুং। তার পরেই বিবৃতি জারি করে ভাইচুংয়ের দাবিকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ। একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাবও দিয়েছেন।এ দিন ভাইচুং বলেন, "সরকারের সঙ্গে অনেক পার্থক্য আছে। তাই আমার মনে হয় না সভাপতি পদের জন্য নির্বাচনে লড়ব। তবে ফুটবলের স্বার্থে কেউ যদি এগিয়ে আসেন তা হলে আমি সব সময় তাঁর পাশে থাকব। আমাকেই সভাপতি হতে হবে তার কোনও মানে নেই। অবসরের পর থেকে আমি এমনিতেই ভারতীয় ফুটবলের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমার ক্লাব ইউনাইটেড সিকিম থেকেই ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়ক সন্দেশ জিঙ্ঘন উঠে এসেছে। যদি সবাই চায় আমি সভাপতি হতে রাজি। কিন্তু নির্বাচনে লড়ব না।''তবে ভাইচুংয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট নয় যে 'সবাই' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন। কারণ ভারতে সব ক্রীড়া সংস্থাতেই প্রধান হিসাবে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কেন্দ্রের শাসকদলের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত বা তাদের 'পছন্দের'। ভাইচুং কোনও ভাবে শাসকদলের সমর্থন চান কি না, তা স্পষ্ট করেননি। অরাজনৈতিক লোকের পক্ষে ফুটবল সংস্থার প্রধান পদে বসা সম্ভব কি না, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর তিনি দেননি।ভাইচুংয়ের বক্তব্যের বেশির ভাগটা জুড়েই ছিল ফেডারেশন এবং বিশেষ করে কল্যাণের প্রতি বিষোদ্গার। তিনি বলেন, "ফেডারেশনের গত তিন বছরের কাজকর্ম সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। ওদের কাজকর্মে স্বচ্ছতা নেই। বহু বার বলেছি কার্যকরী সমিতির বৈঠক বা বার্ষিক সাধারণ সভা সরাসরি সম্প্রচার করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টও লাইভ স্ট্রিমিং করে। আমাদের অসুবিধা কোথায়। কেউ কথাই শোনেনি। আপনাদের কী লুকোনোর আছে বুঝি না।''তাঁর সংযোজন, "কল্যাণের অধীনে বহু বার ফেডারেশনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ হয়েছে। যাঁরা ভারতীয় ফুটবলের খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন ফেডারেশন সার্কাসে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সেখানে যদি জোকারদের কর্তা করে বসানো হয় তা হলে সার্কাস তো হবেই।''ভাইচুংয়ের সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ফেডারেশনের তরফে সরকারি ভাবে বিবৃতি দিয়ে বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন কল্যাণ। তিনি বলেছেন, "আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকের স্বাধীন ভাবে কথার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। তবে ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে নির্বাচনে হারের পর ভাইচুং ধারাবাহিক ভাবে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে চলেছেন এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। এতে শুধু ফেডারেশনের জনপ্রিয়তাই নষ্ট হচ্ছে না, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ফুটবলের বদনাম হচ্ছে।''তবে ভাইচুংকে সাংবাদিক বৈঠকে থামানো যায়নি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ আয়োজন করার জন্য সৌদি আরবের পাশাপাশি শুধু আমরাই ছিলাম। ক্ষমতায় আসার পরেই কল্যাণ সৌদি আরবে গেল। সেখানে টেবিলের তলায় কী আলোচনা হয়েছিল জানি না। হঠাৎই আয়োজনের দাবি থেকে নাম তুলে নিল ভারত। তার জায়গায় সন্তোষ ট্রফির নকআউট আয়োজন করা হল সৌদি আরবে। সৌদিতে গিয়ে ও কী করেছে জানি না। আমার মতে, এটা নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করা উচিত।''ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাইচুং প্রশ্ন তুলেছেন, তৃণমূল স্তরের ফুটবলের উন্নতি বা ফুটবলারদের দৈনিক ভাতার টাকা যেখানে দেওয়ার ক্ষমতা নেই ফেডারেশনের, সেখানে কেন হংকং ম্যাচ জিতলে ৪২ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল? প্রতিটি ম্যাচ জিতলেই কি টাকা দেওয়া হত? কল্যাণের বিরুদ্ধে ফেডারেশনের অর্থ ব্যবহার করে জুতো, বিলাসবহুল গাড়ি কেনা এবং ঘন ঘন বিমানযাত্রার অভিযোগ করেছেন ভাইচুং। নিজে প্রাক্তন খেলোয়াড় হয়েও কল্যাণ ফুটবলারদের ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ভাইচুং বলেছেন, খেলার সময়েও রাজনীতি করত ও।''পাশাপাশি ভাইচুংয়ের অভিযোগ, "আমরা একই প্রজন্মের খেলোয়াড়। ভারতের হয়ে আমি ১৬ বছর খেলেছি। ১২ বার অধিনায়কত্ব করেছি। ২০১১ সালে অবসর নিয়েছি। আমার অধীনে একটা ম্যাচেও মনে করতে পারছি না যেখানে কল্যাণ ভারতের হয়ে খেলেছে। সংবাদমাধ্যম এবং সরকারের কাছে বলেছে যে ও নাকি ভারতের হয়ে খেলেছে। জুনিয়র, সাব-জুনিয়রে খেলতে পারে। একটা-দুটো প্রতিযোগিতায় তৃতীয় গোলকিপার হিসাবে দলে ছিল। আমার চোখে দেখা একটা ম্যাচেও খেলেনি। সম্পূর্ণ অসত্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। সভাপতি হওয়ার যোগ্যই নয়।" তাঁর অনুরোধ, "সরকার এবং আমাদের মতো ফুটবল সমর্থকেরা যাঁরা ভেবেছিলাম কল্যাণ এলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন, বিরাট বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের দু'টি ম্যাচ খেলবেন ঈশান, কোন ক্লাব সই করাল উইকেটরক্ষককে?

ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে খেলবেন ঈশান কিশন। ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের সঙ্গে চুক্তি করেছে নটিংহ্যামশায়ার। ঈশানের সঙ্গে দু'টি ম্যাচের জন্য চুক্তির কথা জানিয়েছেন নটিংহ্যামশায়ার কর্তৃপক্ষ।আন্তর্জাতিক সূচির জন্য নটিংহ্যামশায়ার পাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার কাইল ভেরেইনকে। তিনি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে চলে যাবেন। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে ঈশানকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন নটিংহ্যামশায়ার কর্তৃপক্ষ। ইয়র্কশায়ার এবং সমারসেটের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচ খেলবেন ২৬ বছরের ক্রিকেটার।কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি ঈশান। নটিংহ্যামশায়ারের ওয়েবসাইটকে তিনি বলেছেন, "ভীষণ উত্তেজিত লাগছে।

প্রথম বার কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পাচ্ছি। ইংল্যান্ডের মাটিতে নিজের প্রতিভা মেলে ধরার দারুণ সুযোগ।"

তিনি আরও বলেছেন, "আমি যাতে নিজের সেরা খেলাটা খেলতে পারি, সেটা নিশ্চিত করাই এখন আমার লক্ষ্য। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় খেললে নতুন অনেক কিছু শিখতে পারব। দক্ষতা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পাব। ক্রিকেটের বিখ্যাত মাঠগুলোর অন্যতম ট্রেন্ট ব্রিজ। সেই মাঠে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।" ঈশানকে পেয়ে সন্তুষ্ট নটিংহ্যামশায়ারের কোচ পিটার মুরসও। তিনি বলেছেন, "কাইলকে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলার জন্য চলে যেতে হচ্ছে। ওর পরিবর্তে চ্যাম্পিয়নশিপের পরের দুটো ম্যাচে আমরা ঈশানকে পাব। খুব ভাল খবর এটা। আমরা চাই ক্রিকেটারেরা স্বাধীন ভাবে খেলুক। যে ভাবে খেলতে তারা স্বচ্ছন্দ, সে ভাবেই খেলুক। কাউন্টি ক্রিকেট সম্পর্কে ঈশানের আগ্রহ দেখে আমিও উৎসাহিত হয়ে পড়েছিলাম। ওকে দলে পেয়ে খুব ভাল লাগছে।" নটিংহ্যামশায়ার কোচ চান, কাউন্টি ক্রিকেটেও নিজের সহজাত আগ্রাসী ব্যাটিং করুন ঈশান। যাতে প্রতিপক্ষ দল চাপে পড়ে যায়।

এশিয়া কাপ তিরন্দাজিতে দেশকে রুপো দিলেন বাংলার জুয়েল, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী মমতার

ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন বাংলার জুয়েল সরকার। তিরন্দাজি এশিয়া কাপ স্টেজ ২ প্রতিযোগিতায় দেশকে রুপো এনে দিলেন তিনি। ছেলেদের দলগত রিকার্ভ বিভাগে ভারত দ্বিতীয় হয়। ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির ফসল জুয়েল। এটি রাজ্য সরকারের। জুয়েলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ভারতীয় দলে জুয়েল ছাড়াও ছিলেন বিষ্ণু চৌধুরী ও পরশ হুডা। ফাইনালে ভারতের সামনে ছিল জাপান। ভারত ৬-০ ফলে হেরে যায়। সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে ৫-১ ফলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন জুয়েলরা। তার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে ভুটানকে ৬-২ ফলে হারিয়েছিল ভারত। সিঙ্গাপুরে হয়েছে প্রতিযোগিতা।২০১৮ সাল থেকে বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছেন মালদহের ছেলে জুয়েল। মাত্র ১২ বছর বয়সে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের এই অ্যাকাডেমিতে। ১৯ বছর বয়সে গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাকে জাতীয় গেমসে সোনা এনে দিয়েছিলেন জুয়েল। ছোট থেকেই প্রতিভাবান তিনি। ঝাড়গ্রামের অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও ক্ষুরধার হন।মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে অভিনন্দনবার্তায় লেখেন, "গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির জুয়েল সরকার সিঙ্গাপুরে আর্চারি এশিয়া কাপ স্টেজ ২ প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছে। জুয়েলকে অভিনন্দন। ওঁর পরিবার এবং কোচেদেরও অভিনন্দন।'' জাতীয় গেমসে জুয়েলের সাফল্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে জুয়েলই একমাত্র যে উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে সোনা জিতেছিল।''মালদার গাজল ব্লকের ধোয়াপাড়া গ্রামের ছেলে জুয়েল। বাবা নিশম সরকার কৃষক। স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে অভাবের সংসার। চাষের কাজেও বাবাকে সাহায্য করেন জুয়েল। তাঁর তিরন্দাজির শুরুটা কোনও পরিকল্পনা করে নয়। গাজলের ধরনীভূবন শশী বিদ্যাপীঠের শিক্ষকেরা হঠাৎই এক দিন জানতে চান, কেউ তিরন্দাজিতে আগ্রহী কি না। কৌতূহলবশতই হাত তুলে ফেলেন জুয়েল। সেটাই শুরু। প্রথমে বাঁশ ও কাঠের তৈরি ধনুক দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রশিক্ষণ। পরে রাজ্য সরকারের অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়ার পরই পান আন্তর্জাতিক মানের ধনুক। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি জুয়েলকে।

বল ১০০ শতাংশ সুইং করেছে, কিন্তু ভাল খেলতেই হবে, এই ইচ্ছাটা আমার ছিল: যশস্বী

বল সুইং করছিল। বেশ কিছু বল ব্যাট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। কিন্তু হাল ছাড়েননি যশস্বী জয়সওয়াল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করেছেন তিনি। দিনের খেলা শেষে যশস্বী জানিয়েছেন, কঠিন পরিস্থিতিতে মনের জোরে ভর করে এই ইনিংস খেলেছেন তিনি।

প্রথম দিনের খেলা শেষে যশস্বী বলেন, "খুব ভাল লাগছে। একটা গোটা দিন আমরা দাপট দেখিয়েছি। ইংল্যান্ডের গ্রীষ্ম উপভোগ করেছি। শুরুটা ভাল হওয়া খুব দরকার ছিল।''ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর বেশ কয়েক দিন আগে সে দেশে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ১০ দিনের প্রস্তুতি শিবির করেছিল তারা। সেই প্রস্তুতি কাজে লেগেছে বলে জানিয়েছেন যশস্বী। ভারতীয় ব্যাটার বলেন, "আমাদের প্রস্তুতি খুব ভাল ছিল।

সূর্যের আলোর জন্য থেমে গেল ম্যাচ! অদ্ভুত ঘটনা ক্রিকেটে, কোথায় হয়েছে এমন কাণ্ড?

বৃষ্টি, বজ্রপাত, মাছির উৎপাত ক্রিকেটের ১৮০ বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে ম্যাচ থামাতে হয়েছে। তাই বলে সূর্য্যের আলোর জন্য ম্যাচ থামানো! অনেকেই এ রকম ঘটনার কথা মনে করতে পারছেন না।

অথচ এমনটাই ঘটেছে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে।টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট প্রতিযোগিতায় খেলা চলছিল কেন্ট স্পিটফায়ার্স বনাম গ্লস্টারশায়ারের মধ্যে। ক্যান্টারবেরির সেন্ট লরেন্স মাঠে সূর্য্যের আলোর কারণে খেলা কিছু ক্ষণ বন্ধ রাখতে হল। ১৫৮ রান তাড়া করতে নেমে গ্লস্টারশায়ারের ওপেনারেরা শুরুটা ভালই করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় সময় রাত ৮.১৫ নাগাদ খেলা থামাতে বাধ্য হন আম্পায়ারেরা। দুই ওপেনার মাইলস হ্যামন্ড এবং ডিআর্সি শর্ট যে পিচে ব্যাট করছিলেন, সেখানে সূর্য্যের আলো সরাসরি চোখে লাগছিল। ফলে বল দেখা সম্ভব ছিল না। তাই সামান্য সময়ের জন্য খেলা বন্ধ রাখতে হয়। আট মিনিট পর ফের ম্যাচ শুরু হয়। তত ক্ষণে সূর্য্য পশ্চিম দিকে আরও কিছুটা ঢলে গিয়েছে।এখন ইংল্যান্ডে গরমকাল চলছে। সেখানে সূর্য্য ডুবতে ডুবতে রাত ৯টা বেজে যায়। দুই ওপেনার যখন ব্যাট করছিলেন তখন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ছিল। স্টেডিয়াম বিশেষ উঁচু না হওয়ায় কোণাকুণি তাঁদের চোখে আলো পড়ছিল। গ্লস্টারশায়ার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লেখে, "সূর্য্যের আলোয় ম্যাচ বন্ধ। বৃষ্টির বদলে দুই ব্যাটারের চোখে সূর্য্যের আলো পড়ছে। নিরাপত্তার কারণে দুই দল আপাতত মাঠের বাইরে।"এর আগেও অবশ্য সূর্য্যের আলোয় ম্যাচ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ২০২০ সালে নেপিয়ারে নিউ জিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্যাচেও সূর্য্যের আলো এমন ভাবে ব্যাটারদের চোখে পড়ছিল যে তাঁরা বল দেখতে পাচ্ছিলেন না। সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ফের খেলা চালু করা হয়। ইংল্যান্ডে অবশ্য তত ক্ষণ অপেক্ষা করা হয়।

আগরতলা বিমানবন্দর সম্পূর্ণ নিরাপদ, সমস্ত নিয়ম পালন হচ্ছে ঃ এএআই অধিকর্তা

আগরতলা, ২১ জুন : আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় রাতের ঘুম উড়ে গেছে অনেকেরই। কারণ, বিমানবন্দরে বিমান উঠা-নামা থেকে শুরু করে বিমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সেক্ষেত্রে ছোট্ট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরায় আগরতলাস্থিত একমাত্র বিমান বন্দরটির সুরক্ষা ব্যবস্থা কোন ঘাটতি নেই বলে দাবি করেছেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার(এএআই) অধিকর্তা কে. সি. মীনা। পাখির কারণে বিমান চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে, সে-জন্য বিমান বন্দরের আশেপাশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উঁচু বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক বলে দাবি করেছেন তিনি।

সম্প্রতি আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার ফলে যাত্রী ও বিমান কর্মী সহ বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিমানবন্দরের পাশেই ঘন বসতি হওয়ার কারণে হতাহতের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওই দুর্ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার নড়েচড়ে বসেছে এবং সমস্ত বিমান সংস্থার পাশাপাশি বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকেও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। বিমান উঠা-নামায় ব্যাঘাত না ঘটে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে বেশ নিয়ম রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশের সমস্ত বিমান বন্দরের জন্য ওই নিয়ম বলবৎ আছে।

সম্প্রতি আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দরে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এয়ারফিল্ড এনভিরনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির ওই বৈঠক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ওই কমিটির প্রধান। ওই বৈঠকে এএআই অধিকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই বিমানবন্দরের সুরক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

শ্রী মীনা আজ টেলিফোনে জানিয়েছেন, প্রতি দুই মাস অন্তর ওই কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে, সমস্ত রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁর কথায়, এদিনের বৈঠকেও ওই সমস্ত বিষয়েই চর্চা হয়েছে। তাতে, আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দর সুরক্ষা ব্যবস্থা খুবই নিরাপদে রয়েছে বলে ওই বৈঠকে উপস্থিত সকলেই আশ্বস্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন, বিমান উঠা-নামার ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত না ঘটুক, সে-দিকে সর্বদা বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে পাখির জন্য সমস্যা না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে বিমানবন্দরের ১০ কিলোমিটারের ব্যাসার্ধের ভেতরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক রয়েছে। তবে, বিমানবন্দরের লাগোয়া স্থানে বাজার রয়েছে ঠিকই। কিন্তু, বাজার কমিটি উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য না জমে সে-দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, উঁচু বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রেও এএআই-র অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক, আগরতলায় তা সকলেই মেনে চলছেন।

তাঁর কথায়, উঁচু বহুতল নির্মাণে অনুমতির জন্য অনলাইনে আবেদন জানাতে হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমস্ত কিছু ঠিকঠাক মিললে তবেই অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, আগরতলায় ওই নিয়ম পালন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোথাও সমস্যা হলে বিষয়গুলি প্রশাসনের গোচরে নেওয়া হয়। ত্রিপুরা প্রশাসনও খুবই দ্রুততার সাথে সেই সমস্যা সমাধানের করে ফেলে। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, আগরতলায় বিমানবন্দর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ।

যোগা আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ অংশ সমবায় মন্ত্রী

আগরতলা, ২১ জুন : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস আজ সাক্রম মহকুমায় মৈত্রী ব্রিজ সংলগ্ন ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে অনুষ্ঠিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, সাক্রম মহকুমা প্রশাসন এবং ত্রিপুরা রাজ্য আয়ুশ মিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমবায় এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী বলেন, যোগা আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ অংশ যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, মেধা ও মননের সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো যায়। যোগাভ্যাসের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন সাক্রম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ সি, বিএসএফের কমান্ডেন্ট মহেন্দ্র সিং, সাক্রমের মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে সাক্রম মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সদস্যরা যোগায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের অতিথিরাও যোগায় অংশগ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধরতি আবা জন ভাগিদারি অভিযানের প্রচার করা হয়। তাছাড়া স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা সাক্রমের মৈত্রী সেতুতে মিলিত হয় ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন সময়ে যোগাসন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী মহকুমার ছাত্র ছাত্রীরা রিদমিক ও আর্টিস্টিক যোগব্যায়াম প্রদর্শন করে।

ধর্মনগরে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অন ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস

ধর্মনগর, ২১ জুন : ধর্মনগর ক্যান্সার হসপিটাল এবং রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অন ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস।

কাছার ক্যান্সার হসপিটাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি শাসনে ত্রিপুরার অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ জুন : গতকাল ওড়িশায় এক রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার উন্নয়ন, শান্তি এবং অগ্রগতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'বামফ্রন্টের দশকব্যাপী শাসনের পর বিজেপির নেতৃত্বে ত্রিপুরা আজ এক নতুন দিশায় এগিয়ে চলেছে।'

ওড়িশায় মোহন চরণ মাজি নেতৃত্বাধীন সরকারের এক বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ত্রিপুরার মানুষ প্রথমবার বিজেপিকে সুযোগ দিয়েছে। সেই সময় রাজ্য সবদিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল।'

তিনি বাম শাসনের সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ করে বলেন, "ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রশাসনের ভেতরে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যেত না।

হিংসা ও দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষ ছিল অতিষ্ঠ।"

এর বিপরীতে বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে মোদী বলেন, "আজ বিজেপি দায়িত্ব নেওয়ার পর ত্রিপুরা শান্তি ও উন্নয়নের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে।"

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা প্রধানমন্ত্রীর ওড়িশা সফরের বিভিন্ন মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেন, যেখানে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের কথা প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ত্রিপুরায় বিজেপির শাসনকালকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

যোগা মানুষের মন ও শরীরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে: বনমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ জুন : যোগার উৎপত্তি আমাদের দেশে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় যোগা বর্তমানে সারা বিশ্বে পৌঁছে গেছে। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন।

তিনি ২০১৪ সালে ইউনাইটেড নেশনে ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব রাখেন। ১৭৭টি দেশ প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, যোগা মানুষের মন ও শরীরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। শরীরকে সুস্থ রাখতেও যোগা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, যোগার শিকড় ভারতবর্ষে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাধ্যমে এই শিকড় পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস, রাজ্য সরকারের সচিব টি কে দেবনাথ, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ প্রমুখ। ধর্মনগর মহকুমাস্থিত যুবরাজনগর, কলাছড়া ও কদমতলা ব্লকেও আজ ব্লকভিত্তিক যোগা দিবস উদযাপন করা হয়।

বামুটিয়া বাজারের তরুণ ব্যবসায়ী সুজিত লাল সাহা প্রয়াত

আগরতলা, ২১ জুন : বামুটিয়া বিধানসভার বামুটিয়া বাজারের তরুণ ব্যবসায়ী সুজিত লাল সাহা (ভুলন) গতকাল মৃত্যুবরণ করেন। প্রয়াত ভুলন বামুটিয়া ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, কালকে দুপুরে হঠাৎ লোক-জনেরা জিবিতে নিয়ে যায়। অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ৫৫। স্ত্রী ও দুই মেয়ে সহ বহু মৃত্যুর সংবাদ শুনে বিকেলে উনার বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে শরীর খারাপ করার পর বাড়ির জিবিতে নেওয়ার পর চিকিৎসারত ভুলন। ডাক্তাররা জানান, হৃদক্রিয়া মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। ওনার বাড়িতে পৌঁছেন বামুটিয়া দাস। শ্রী দাস শোক সন্তপ্ত করেন। এছাড়া বামুটিয়া মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকেও গভীর শোক প্রকাশ করেন। অদ্য সকালে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মোহনপুর সাবডিভিশন কমিটির সভাপতি বাদল চন্দ্র দাস, প্রাক্তন সভাপতি নীলকণ্ঠ দে বামুটিয়াস্থ বাড়িতে গিয়ে শোক প্রকাশ করেন স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন।

এছাড়া শোক প্রকাশ করেন তালতলা পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ পাল। উল্লেখ্য প্রয়াত সুজিত লাল সাহার ছোট ভাই পরিতোষ সাহা ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মোহনপুর সাব-ডিভিশন কমিটির সদস্য। ভুলন বামুটিয়া বাজারের ব্যবসায়ী হওয়াতে বামুটিয়া এলাকায় লোকজনের সঙ্গে উনার সদ্ভাব ছিলো। উনার মৃত্যুতে বামুটিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

যোগের সুরে মুখরিত খোয়াই, মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পালিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

খোয়াই, ২১ জুন : যোগা আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের জন্য এক অনবদ্য ক্রিয়া।" এই মন্ত্রকে পাথেয় করে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খোয়াইতেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আজ সকাল ৭টায় খোয়াই জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বালক বিদ্যালয়ের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল ময়দানে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহতী এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন সহকারী জেলাশাসক ও সমাহর্তা অভেদানন্দ বৈদ্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ, খোয়াইয়ের মহকুমা শাসক সুশ্রী চারু, জিলা পরিষদের সদস্য অনুকূল দাস এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, "যোগা আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার এক অনবদ্য মাধ্যম।

আমি সমাজের সকল অংশের ও সকল বয়সের মানুষকে আহ্বান জানাই, তাঁরা যেন নিয়মিত যোগাভ্যাস করে নিজেদের সুস্থ রাখেন।"

তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যোগা যেভাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে, তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে যোগাভ্যাস করেন, যা এই দিবসটির উদযাপনকে এক নতুন মাত্রা দেয়।

বন দপ্তরের অভিযানে উদ্ধার প্রচুর সেগুন কাঠ

আগরতলা, ২১ জুন : বেআইনি কাঠ পাচার রোধে এক বড়সড় সাফল্য পেল উত্তর জেলার বন দপ্তর। ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি মধ্য রাজনগর এলাকায় কুর্তি থেকে তারাকপুর যাওয়ার মূল সড়কের উপর অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে বন দপ্তরের কর্মীরা।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ধর্মনগর মহকুমার বন দপ্তরের যুগ্ম আধিকারিক নবারোন দে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ধর্মনগর মহকুমার রেঞ্জার সুপ্রিয় দেবনাথ, চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ আশুতোষ মালাকার, লালছড়া ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাস, এবং অন্যান্য বনকর্মীরা।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করে একটি নির্জন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেগুন কাঠগুলি। অভিযানে প্রায় ৭০ ফুট দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন সাইজের সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া কাঠের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানান যুগ্ম আধিকারিক নবারোন দে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক অনুমান কাঠগুলো সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে চুরি করে মজুদ করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে আসামে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল কাঠ পাচারকারীদের।

তবে এখনো পর্যন্ত এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। যদিও বন আইনে একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর।

বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অবৈধ কাঠ পাচার রুখতে তারা সদা সতর্ক এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

অমরপুরে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২১ জুন : সারা রাজ্যের সাথে অমরপুর রামঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণেও আজ সকালে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অমরপুর মহকুমা প্রশাসন, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই ১১তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর ব্লকের বিএসি"র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা ও পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক রঞ্জিত দাস যোগা দিবসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ যোগা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন।

উইমেন্স কলেজে যোগা দিবস পালিত

আগরতলা, ২১ জুন।। রাজধানীর উইমেন্স কলেজেও পালিত হলো আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উ এই যোগা দিবসকে ঘিরে ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকারাও যোগা ব্যায়ামে মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ। অধ্যাপক অরুন মুখার্জির সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উ মানব জীবনে যোগার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ উ স্বাগত ভাষন রাখেন শারীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ড. পিন্টু দেব নাথ উ প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ কনফারেন্স হলে প্রজ্ঞানদ্বীপ' অনুষ্ঠানের আয়োজন

আগরতলা, ২১ জুন : উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আজ ২১শে জুন ২০২৫ইং উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ কনফারেন্স হলে ২০২৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৫জন আর্থিক দিক দিয়ে সংঘর্ষতার মধ্যেও সাফল্য অর্জন করেছে সেই সমস্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মানার্থে ও সাহায্যার্থে 'প্রজ্ঞানদ্বীপ' নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অপর্ণা নাথ সভাধিপতি উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ।

উপস্থিত ছিলেন এল ডারলং অতিরিক্ত জেলাশাসক (পিপি) উত্তর ত্রিপুরা, কৃতিসুন্দর দে ওএসডি জেলা শিক্ষা দপ্তর উত্তর ত্রিপুরা , প্রদীপ দে প্রাক্তন শিক্ষক ও সুজাতা দত্ত দে শিক্ষিকা। মূলত উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সহ সম্পাদিকা অস্মিতা দের সমাজের প্রতি সেবার মানসিকতা ও চিন্তাধারা থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থেকেও জীবন যুদ্ধ এ নিজের ইচ্ছা শক্তি দিয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিঠিত করা মানসিকতা নিয়ে যারা পড়াশুনার মাধ্যমে নিজের জন্য সফলতা অর্জন করেছে তাদের ২৫জনকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে ২০০০টাকা অর্থ রাশি, পঠন সামগ্রী ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তাদের ভবিষ্যত জীবনে একটু আশা ও ভরসা নিয়ে আসবে আগামী দিনে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সভাপতি প্রীতম মালাকার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ ছাড়া সংস্থার সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার কর্ণধার রনদ্বীপ রুদ্র পাল। উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে জেলা পরিষদ ও জেলাশাসক এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এই উদ্যোগকে সাফল্য মন্ডিত করতে সহায়তা করার জন্য। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার দ্বীপ নাথ।

কুমারঘাটে তপশিলি কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভা শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ নিরঞ্জন দাসের

কুমারঘাট, ২১ জুন: কৈলাশহর জেলা তপশিলি জাতি কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার কুমারঘাট কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা। ফটিকরায় ও কুমারঘাট এলাকার তপশিলি জাতি কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তপশিলি কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস।

সভায় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তপশিলি জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে সংগঠনের প্রতিটি স্তরকে। পাশাপাশি তিনি বর্তমান শাসক দলের 'সজনপোষণ ও দুর্নীতির রাজনীতি'-র বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান।

নিরঞ্জন দাস আরও জানান, রাজ্যের বিধানসভায় তপশিলি জাতির জন্য নির্দিষ্ট ১০টি আসন বলিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের দখলে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'এসসি কংগ্রেসকে চাঙ্গা করতে আমি সারা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছি। তপশিলি সমাজকে সংগঠিত করে কংগ্রেস পার্টিকে আরও শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য।'সভায় উপস্থিত ছিলেন তপশিলি কংগ্রেসের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মানিক চন্দ্র দাস, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যবান দাস, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সজল মালাকার, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তরুণ সাহা, কৈলাশহর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সমীরণ দাস, কৈলাশহর জেলা এসসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান যুগল মালাকার, পাবিয়াছড়া এসসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান কিরেন্ড মালাকার, ফটিকরায় এসসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বাবুল দাস, পাবিয়াছড়া ব্লক সভাপতি অসিত দেব এবং ঊনকোটি জেলা এসসি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক স্বাগত দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা শেষে নিরঞ্জন দাস কুমারঘাট থেকে সরাসরি ধর্মনগরে গিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগ দেন।

শৌচালয়ে নেশা ! জনতার হাতে আটক সরকারি কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ জুন : খোয়াই শহরে নেশার রমরমা যেন থামার নামই নেই। এবার খোদ জিপস্ট্যান্ডের শৌচালয়ে ড্রাগস সেবনের সময় এক সরকারি কর্মচারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করল স্থানীয় গাড়ি চালকরা। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিতেন্দু দেববর্মা নামে ওই সরকারি কর্মচারী প্রায়শই জিপস্ট্যান্ডের শৌচালয়ে ঢুকে নেশা করতেন বলে অভিযোগ। আজ তাঁর আচরণে সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় গাড়ি চালকরা শৌচালয়ে ঢোকেন এবং তাঁকে নেশার সামগ্রী সহ হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ধৃত নিতেন্দু দেববর্মার বাড়ি রামচন্দ্রঘাট এলাকায় বলে জানা গেছে।

এরপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। সুভাষ পার্ক আউটপোস্টের ওসি রঞ্জিত সরকারের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ শহরে নেশার রমরমা বাণিজ্য রুখতে ব্যর্থ। একের পর এক নেশা সেবনকারী ধরা পড়লেও নেশাকারবারীদের ধরতে পুলিশ ব্যর্থ। যেমন চোর ধরতে বা চুরি আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে পুলিশ। অথচ সাধারণ মানুষ নেশা সেবনকারীদের ধরলেও, পুলিশ যেন "ঠুঁটো জগন্নাথ"-এর ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ মানুষ যদি পুলিশের কাজ করে, তবে প্রশাসনের ভূমিকা কী, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে খোয়াইবাসীর মনে।

বিশালগড়ে ফের দুঃসাহসিক চুরি: পিএমশ্রী বাইদ্যাদিঘী স্কুলে ৪০টি ট্যাব লুট

বিশালগড়, ২১ জুন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের দিনে ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বিশালগড়ে। শুক্রবার গভীর রাতে পিএমশ্রী বাইদ্যাদিঘী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৪০টি ল্যাপটপসহ আনুমানিক ৮ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অন্তরা চাকমা শনিবার সকালে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত তথ্য জানান।

তিনি বলেন, চোরের দল শুধু বাড়িঘর নয়, এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হানা দিচ্ছে। পিএমশ্রী বাইদ্যাদিঘী স্কুলে কলাপসিবল গেট ভেঙে চোরেরা প্রবেশ করে। এরপর প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসার ঘরের আলমারি ভেঙে তারা মূল্যবান সামগ্রী লুট করে।

শনিবার সকালে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে এসে দেখেন, কলাপসিবল গেটসহ প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের তালা ভাঙা। এই দৃশ্য দেখে তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান, কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং বিশালগড় থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত। স্থানীয়দের ধারণা, নেশাগ্রস্ত যুবকরাই এই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত। নেশার টাকা জোগাড় করতেই তারা এমন কাজ করছে। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য শিক্ষা দফতর থেকে দেওয়া ৪০টি নতুন ল্যাপটপ চুরি হয়ে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ত্রিপুরা থেকে বিদেশীদের বহিষ্কারের দাবিতে তেলিয়ামুড়ায় ডেপুটেশন ওয়াইটিএফ-র

তেলিয়ামুড়া ২১ জুন: ত্রিপুরায় অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশি নাগরিকদের বিতাড়নের দাবি জানিয়ে তিপরা মথার যুব সংগঠন আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। এই ডেপুটেশন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও দীপ্তানু দেববর্মার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়।

ডেপুটেশনের আগে মুঙ্গিয়াকামী বাজারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সংগঠনের নেতারা উপস্থিত জনতাকে এই ইস্যুতে অবগত করেন। এরপর বিডিওর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডিসি-এর এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলাই, ১১ মহারানি এডিসি-এর ওয়াইটিএফ ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর কমল কলাই জানান, এক মাস আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে তাদের অঞ্চলে বসবাসরত অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও ত্রিপুরা এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওয়াইটিএফ-এর তরফ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সংগঠনের দাবি, দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসরত অবৈধ বিদেশিদের চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়ন নিশ্চিত করতে হবে।

হেরোইন সহ পুলিশের জালে এক নেশা কারবারি

আগরতলা, ২১জুন : নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল পেয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। অভিযানে ধর্মনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক সাড়ে ৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas